ক্যাথরিন বুলক

মুসলিম নারী ও পর্দা

ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন

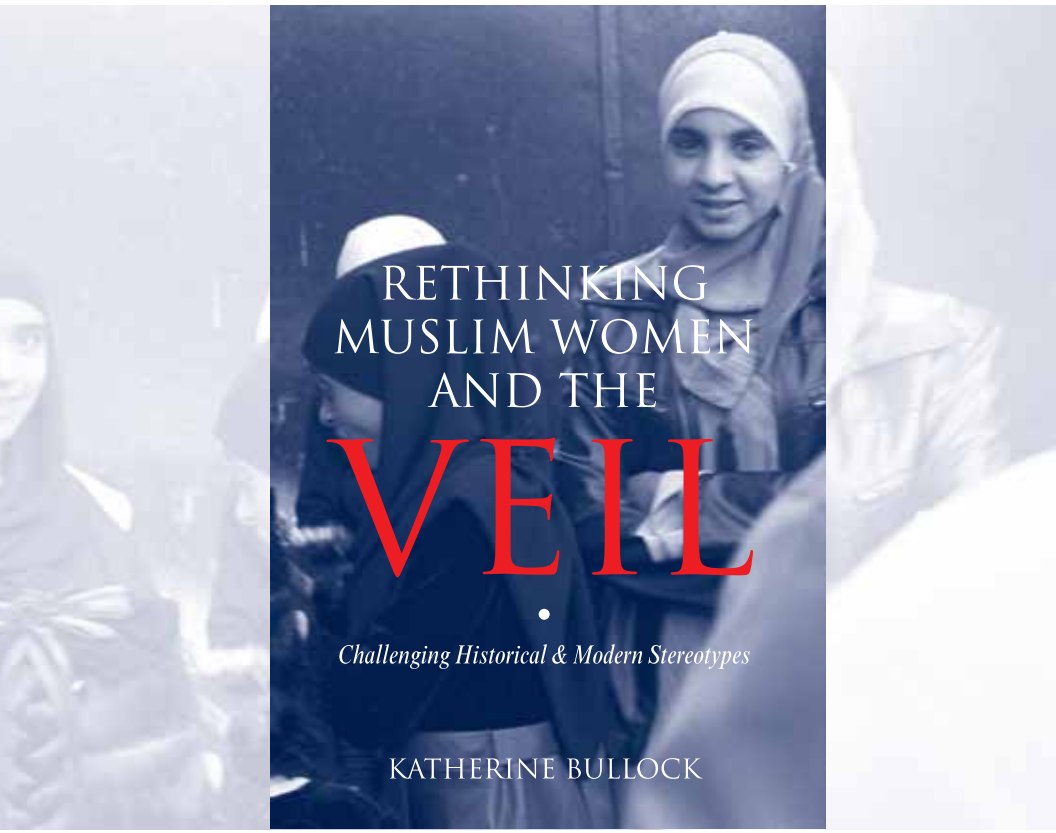

মুসলিম নারী ও পর্দা

ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন

মূল
ক্যাথরিন বুলক

অনুবাদ
ড. মুমতাহিনা

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

মুসলিম নারী ও পর্দা

ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন

ক্যাথরিন বুলক

অনুবাদস্বত্ব
বিআইআইটি

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৮১২৯-১-৩

Bengali version of *'Rethinking Muslim Women & The Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes'*; published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Cell: (+88) 01400 403949, 01400 403958, E-mail: biitpublications@gmail.com, publication: September 2023. Price: Tk 125.00

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ প্রসঙ্গে

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-এর প্রকাশনাগুলোর মধ্যে প্রধান প্রকাশনাসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ। পাঠকদের প্রকাশনার মূল বিষয়সমূহের চুম্বক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আইআইআইটি এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও সময়সাশ্রয়ী পাঠ হিসেবে পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য বড় বড় প্রকাশনার সযত্ন লেখাগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে BIB (Books-in-Brief) প্রকল্পের গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠকরা মূল প্রকাশনার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

ড. ক্যাথরিন বুলকের গবেষণামূলক গ্রন্থ *Rethinking Muslim Women and the Veil* শীর্ষক গ্রন্থটি আইআইআইটি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। ২০০৭ সালে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্পন্ন হয়। পর্দার ব্যাপারে গ্রন্থটিতে শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পর্দা সম্পর্কে পশ্চিমাদের মধ্যে যে বহুল প্রচলিত ধারণা রয়েছে তাকে মুসলিম নারীদের নির্যাতনের নমুনা হিসেবে মনে করা হয়। বৈশ্বিক এ বিষয়টিতে আর্থ-সামাজিক অনেক মূল বিষয়ের আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। পর্দার ব্যাপারে পশ্চিমাদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে যে ধারণা রয়েছে গ্রন্থকার এখানে সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন (হেরেমের আলোচনার সাথে উপনিবেশবাদ ও বহু সংস্কারের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনাসহ)। সাথে সাথে নারীবাদী আলোচনা এবং পর্দাতত্ত্বের ওপর বিকল্প আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা। হিজাবের ওপর লেখক কানাডার নারীদের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুসলিম নারীর এরূপ একটি নমুনার প্রেক্ষিতের ওপর এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

পিএইচডির একজন ছাত্রী হিসেবে গবেষণার সময় লেখক ইসলাম গ্রহণ করেন। আরো মজার ব্যাপার হলো মানুষের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মানুষের প্রতিক্রিয়া তার ডক্টরেটের মূল বিষয়টি পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ কারণে তার পিএইচডি গবেষণার বিষয় হিসেবে পর্দা বিষয়টিকে তিনি বেছে নিয়েছেন। লেখক

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভুল বুঝাবুঝির সযত্ন ও সতর্ক গবেষণার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক কিছু কিছু মানসিক ও নেতিবাচক মৌলিক বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যে বিষয়গুলো বর্তমান সময়ে আলোচনার বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পর্দা পশ্চিমে যে বিশাল এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে তা নিয়ে যেকোনো অধ্যয়ন বা বিতর্কে ড. বুলকের কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি করে।

সূচি

সূচনা ॥ ৭

প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক যুগে হিজাব ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
টরেন্টোতে হিজাব পরার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ॥ ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
হিজাবের বহুবিধ অর্থ ॥ ২১

চতুর্থ অধ্যায়
মেরনিসি এবং পর্দা সম্পর্কে আলোচনা ॥ ২৬

পঞ্চম অধ্যায়
পর্দার বিকল্প তত্ত্ব ॥ ৩১

উপসংহার ॥ ৪০

তথ্যসূত্র ॥ ৪৪

সূচনা

১৯৯১ সালের কথা। আমি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখছিলাম। অনুষ্ঠানে একজন তুর্কি নারীর পর্দার দিকে ফিরে আসার কাহিনি প্রচার করা হচ্ছিল। নিম্নমানের একটি অনুষ্ঠান, আমি ভাবলাম সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে। অনেক পশ্চিমার মতো আমিও ভাবতাম ইসলাম নারীদের নির্যাতন করছে। তাদের নির্যাতনের প্রতীক হলো পর্দা। কোনো স্টোরের জানালার ভেতর দিয়ে দীর্ঘ চারটি বছর পর যখন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলাম, আমি তখন একেবারে ওইসব নির্যাতিত নারীদের মতো পোশাক পরিধান করেছিলাম। এ অবস্থায় আমার আশ্চর্য হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে কল্পনা করুন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সময় আমার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর চার বছর পরের পরিণতি হলো আমার ইসলাম গ্রহণ। আমার এ যাত্রায় আমি ইসলামকে ঘৃণার চোখে দেখেছি, পরক্ষণে ইসলামকে সম্মান করতে, ইসলামের প্রতি আমার আকৃষ্ট হতে, আবার ইসলামের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই একজন নারী হিসেবে আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো পর্দা (Veil)।

ইসলামের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতি আমার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও নারীদের প্রতি নির্যাতন করার বিষয়ে আমার বিশ্বাসের কারণে আমি খুব গভীর সমস্যায় ছিলাম। আমি ভাবতাম পর্দা বিষয়টি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিশেষ, মুসলিম নারীরা অবশ্যই পর্দাপ্রথা বর্জনে কাজ করবে। কুরআন থেকে আমাকে দেখানো হয়েছে যে, অনেক মুসলিমের ধারণা নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরই আবৃতকরণের (Covering) বিষয়টি প্রযোজ্য। এর পরে আমি বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কুরআনে আবৃতকরণের বিষয়টিকে আরোপ করা হয়েছে। আমি বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম; আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি; মুসলিম নারীদের জন্য আমার দুঃখবোধ হতে লাগল। কুরআনের আয়াত যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ইসলামে বিশ্বাসী নারীর জন্য আবৃতকরণের আমলটি করতে হবে।

ইসলাম গ্রহণ করবো কি করবো না এ চিন্তায় বিষয়গুলো আমি পরিহার করে চললাম। এর ফলে সর্বশেষ বিশ্লেষণে ধর্মের মৌলিক বার্তাটি গ্রহণ করা হলো এ মর্মে যে, আল্লাহ অদ্বিতীয়; মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও সর্বশেষ বাণীবাহক। বহু বছর গবেষণার পর বিষয়টির ব্যাপারে আমার আর কোনো সন্দেহ থাকল না ... যদি বিষয়টি শুধু নারী এবং ইসলামের জন্য না হয়ে থাকে।

শেষবারের মতো আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম তখনো আমার ডক্টরেট পাওয়ার আরো দেড় বছর (জুলাই ১৯৯৪) বাকি। আমার পছন্দ হোক আর না হোক, আমার সিদ্ধান্ত আমি পর্দা করবো। আমি ভাবলাম এটি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ, আমার এটি মানতে হবে। আমার ডিপার্টমেন্টের কাউকে কাউকে আমি জানিয়ে দিলাম যে, আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি, তারা আমাকে এরপর থেকে পর্দা অবস্থায় দেখতে পাবে। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর কী অবস্থার সৃষ্টি হলো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার ডিপার্টমেন্টের লোকজন (মানুষ আমাকে নতুন পোশাকে দেখার পর) খুব আহত হলো। আমি এবার শত্রুতামূলক আচরণের সম্মুখীন হলাম। মানুষ ভাবতে লাগল নির্যাতনমূলক এমন একটি ধর্মীয় আমল আমি কীভাবে গ্রহণ করতে পারলাম। মানুষ বিস্মিত হলো, বিশেষ করে একজন কট্টর নারীবাদী হিসেবে কীভাবে আমি এমনটি করতে পারলাম? কীভাবে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি? সাম্প্রতিক সময়ে হামাস যে কাজটি ঘটিয়েছে তা কি আমি শুনিনি? খুব সাম্প্রতিক সময়ে জনৈক মুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীর প্রতি কীরূপ আচরণ করেছে তাও কি আমি শুনিনি? ইসলাম গ্রহণের কারণে মানুষ যে আমার প্রতি এমন শত্রুতামূলক আচরণ করবে তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া সরকারের সচিব, আমলা, ডাক্তারি পেশার লোকজন বা সাধারণ লোকজন সাবওয়েতে আমার সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমার কেমন যেন মনে হলো। এরপর থেকে আমি প্রায়ই ঘৃণ্য আচরণের সম্মুখীন হয়েছি। ইসলাম গ্রহণের পর আমি সাদা হয়েও আমার সাথে সাদার ন্যায় এবং এমনকি মধ্যম শ্রেণির নারীর ন্যায়ও আচরণ করা হয়নি। বর্ণবৈষম্য আর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রথম অভিজ্ঞতা এখান থেকেই আমি পেয়েছি। আমি আমার অতীত দিনগুলোতে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছি এর আগে কোনোদিন সেগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন মনে করিনি।

আমার নতুন মুসলিম নারী বান্ধবীদের (ইসলামে দীক্ষিত নতুনরাসহ) সাথে আমার নতুন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার পর তারা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। বৃহত্তর সমাজে আমি নতুন ধর্ম সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া আর অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। আমার বন্ধু-বান্ধবরা তাদের বেলায় এ অবস্থাকে কীভাবে সামাল দিয়েছে ভাবলে আমি অবাক হই। টরেন্টোতে তারা যখন হিজাব পরেছিল তারাও কি আমার ন্যায় একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল, নাকি আমি বেশি স্পর্শকাতর আচরণ করেছি? সাবওয়েতে মানুষ কি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল? নাকি তারা অন্যকিছুর দিকে তাকাচ্ছিল? মানুষ কেন আমার প্রতি করুণা করবে বা কেন আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে? এ কঠিন সময়ে আমি আমার গবেষণার বিষয় অনুসন্ধান করছিলাম। বিষয়টি আমি একবার পরিহার করার চেষ্টাও করেছিলাম। এসময় আমার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, মাথার স্কার্ফের বিষয়টি গবেষণার একটি বিষয় হতে পারে। আমার প্রশ্ন, পশ্চিমাদের কাছে পর্দা কেন নির্যাতনের নমুনা হবে? পশ্চিমারা কেন ইসলামকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখবে? আমি ও আমার বন্ধুরা এতদিন যে স্বাধীন সত্তার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম, যার কারণে আমাদের চারপাশের অমুসলিম বন্ধুদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকত, তা কি সব সময় লেগেই থাকবে? আমার প্রশ্ন– মানুষ কেন আমাদের ইসলাম আর স্কার্ফ সম্পর্কে জানবে না?

আমার এ গ্রন্থ চলার পথে এসব প্রশ্নের জবাবের ফল। *মুসলিম নারী ও পর্দা: ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন* গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো পর্দা নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়– পশ্চিমা জনগণের এরূপ গৎবাঁধা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা। পর্দাকে পশ্চিমারা যে নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে দেখে সে-ব্যাপারে আমার যুক্তি হলো এটি তাদের একটি বানানো ধারণা। যারা পর্দা করে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে পশ্চিমাদের যুক্তি খাপ খায় না। এরূপ ধারণা সব সময় পশ্চিমাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক এরূপ খেলা বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমার যুক্তি হলো 'সাম্যতা' আর 'উদারতা' সম্পর্কিত অপব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে পর্দার নির্যাতনমূলক ধারণা গড়ে উঠেছে। এরূপ ধারণার কারণে 'সাম্যতা' ও 'উদারতার' চিন্তার বিষয়টি বাতিল হয়ে গেছে। আবার এরূপ ধারণার কারণে পর্দার ব্যাপারে আরো বেশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। ■

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগে হিজাব

পশ্চিমা বিশ্বে কখন পর্দা নির্যাতনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়? পর্দার প্রচলিত ধারণার ব্যাপারে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারব না; তবে এটি স্পষ্ট যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ধারণার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে পর্দাকে মুসলিম নারীদের জন্য একটি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপীয়রা ধরে নিয়েছে। ১৭১৭-১৮ সালে ব্রিটিশ লেডি মেরি ওরটলি মন্টেগু তার কূটনীতিক স্বামী সম্মানীয় এডওয়ার্ড ওরটলি মন্টেগুকে নিয়ে তুরস্ক সফর করেন। পর্দা নির্যাতনমূলক একটি বিষয়– এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তুরস্কে থাকার সময়ে তিনি বলেন, পর্দা নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছে কেননা পর্দার মাধ্যমে নারীরা অচেনাভাবে বাইরে যেতে পারে।[১] এরপরও পর্দা যে নির্যাতনমূলক একটি ব্যবস্থা এটি ঊনবিংশ শতকে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়টি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের ইউরোপীয় উপনিবেশকরণের যুগ। মিসেস আহমেদ তার বইতে যেমন দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিকরা মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন ও উপনিবেশকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আংশিকভাবে মহিলাদের অবস্থার ওপর সেই নতুন ফোকাসকে ব্যবহার করেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় নারী-পুরুষ সবাই, হোক সে উপনিবেশবাদী, পর্যটক, শিল্পী, মিশনারি, স্কলার, রাজনীতিক বা নারীবাদী, তাদের সবারই ধারণা ছিল যে, মুসলিম নারীরা তাদের সংস্কৃতির কারণে নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিম নারীদের নির্যাতনের জন্য গ্রহণযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে পর্দা হলো একটি। এর কারণে বহুবিবাহ, নিঃসঙ্গতা, সহজেই স্বামী কর্তৃক তালাকদানের ন্যায় নির্যাতনমূলক কাজগুলো ঘটেছে। তাদের মতে, বস্তুত পর্দা নারীর জন্য সম্পূর্ণভাবে নিম্নমানের নির্যাতনমূলক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিষয়টি উপমায় (Metaphor) পরিণত হয়। এ ধারণা ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচ্যবিষয়ক ধারণাকে উসকিয়ে দেয়।[২]

তবে পশ্চিমারা যে পর্দার নির্যাতনমূলক রূপ সম্পর্কে বিশ্বাস করত তা কিন্তু নয়। স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি প্রাচ্যবাদীদের ধারণাকে তাদের নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তারা এটিও বিশ্বাস করত যে, তারা ছিল পশ্চাৎমুখী, তাদের নারীরা ছিল অধঃপতিত। তারা এটিও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য পশ্চিমাদের পথনির্দেশকে মানতে হবে। পশ্চিমাদের সাথে 'তাল মেলানোর' নিমিত্তে পর্দা খোলা প্রসঙ্গটি মূল বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পর্দাপ্রথা এভাবে একটি জাতির প্রগতি অথবা পতনের[৩] গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এটি উঁচু শ্রেণির প্রাগ্রসর আধুনিকায়নের বিষয় হওয়ায় পর্দাবিরোধী আলোচনা পর্দানুসারী শ্রেণির ওপর একটি আঘাতের কারণ হয়ে ওঠে। পর্দার প্রাচীন প্রতীকী অর্থের ওপরও (ধর্মভীরুতার প্রতীক/ সম্পদ/ পদমর্যাদা)[৪] এটি আঘাত হানে। পর্দাবিরোধী আলোচনা একটি জাতির লোকদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। পশ্চিমা ধারার অভিজাত শ্রেণি ও অন্যরা যারা পশ্চিমাদের সংস্কৃতি ধারণ করেছিল আর অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে লাভবান হচ্ছিল তারা ছিল একদিকে, আর অন্যদিকে ছিল নিম্ন শ্রেণির সবাই। রক্ষণশীল মুসলিম শিক্ষক ও অন্যরা, যারা একই সময় উপনিবেশবাদের কারণে কষ্ট ভোগ করছিল, এ শ্রেণির লোকজন পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার সাথে তাল মেলাতে পারেনি।[৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, পর্দাপ্রথা নির্যাতনের একটি বিষয় - এ ধারণা কর্তৃত্বের ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তা যদি না-ও হয়, অন্তত কর্তৃত্বকরণের সাহসিকতা থেকে পর্দার ব্যাপারে এমন ধারণা জন্মলাভ করেছিল। প্রাচ্যবাদী এবং উপনিবেশবাদীদের বয়ান জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক পর্দাকে মুসলিম নারীদের নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এসব কারণেই সম্ভবত পর্দার ওপর আলাপ-আলোচনা তাদের এত বেশি ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। মিসেস আহমেদের মন্তব্য অনুযায়ী ঔপনিবেশিক আমল থেকেই পর্দা প্রাচ্যবাদী 'কার্গো' অর্থ 'বহন' করে আসছে।[৬] আজকাল মুসলিম বিশ্বে হিজাবের ব্যাপারে যে সংগ্রাম লক্ষ করা যায় তার মূল কারণ হলো শ্রেণি অথবা সংস্কৃতির বিভাজন।

আধুনিকতার দর্শনশাস্ত্র

১৭০০ সাল থেকেই যদি পশ্চিমা দেশসমূহে পর্দাকে নির্যাতনের কারণ বলে মনে করা হয় তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক যুগকে কী বলা হবে যখন পর্দার প্রতি নতুন করে দৃষ্টি দেওয়া হলো? এ অধ্যায়ে আমার আলোচ্য

বিষয় হবে দৃষ্টি নিবৃত্তকারী পর্দার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা। পর্দার দৃষ্টি নিবৃত্তকারীর বিষয়টি অনেকের কাছেই আক্রমণের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আধুনিক উপনিবেশবাদের সময় বিষয়টি প্রাণ পেলেও এটি এখনও চলমান আছে, আর পর্দার ওপর সমসাময়িক আক্রমণের বিষয়টি আজও অব্যাহত আছে। টিমোথি মিচেলের *কলোনাইজিং ইজিপ্টের* ওপর আমি এখন আলোচনা করতে চাই। তার গ্রন্থে 'দর্শনশাস্ত্রে আধুনিকতার' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেশের বাইরের কোনো লোকের ন্যায় কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুগত বিশ্বকে কোনো ছবির ন্যায় (প্রদর্শনীয় বস্তুর ন্যায় এ-বিশ্ব) এখানে যেন লুফে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এখানে দর্শনশাস্ত্রের আধুনিকতাকে অ-ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে। অ-ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বস্তুগত বিশ্বকে ছবির ন্যায় উপস্থাপন করতে দেয়নি।[৭]

দৃষ্টিপাত ও পর্দা

বর্তমান দর্শনীয় বিশ্ব যেখানে তাকিয়ে থাকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে, সেখানে আধুনিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমি বিষয়টির ওপর আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ১৮৫১ সালের গ্রীষ্মে গ্রেট এক্সিবিশনের প্রাক্কালে *দ্য টাইমসে* বলা হয়েছে 'আমরা এখনই বৈষয়িক মানুষ। আমরা আমাদের হাতের গ্লাসকেসের নিচে সবকিছুই রাখতে পারি এবং এরপর ইচ্ছেমতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পারি'।[৮]

মিচেলের ভাষায় এটিই 'বৈষয়িকতার' আধুনিক অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা বলে– কেউ বিশ্বকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারে। কী ঘটে যখন কেউ বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার মোকাবিলা করে তাকানোকে অস্বীকার করতে চায়? তাকানোর জন্য দরকার 'দেখার একটি উদ্দেশ্য', দেখতে চাই কিন্তু দেখা যাবে না এরূপ একটি অনুভূতি এবং স্থানীয়রাও (natives) নিজেদের চশমার মতো উপস্থাপন করে। একজন ইউরোপীয় দর্শনার্থী ঔপনিবেশিক যুগে মধ্যপ্রাচ্যে এসে অবশ্যই যে হতাশ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঔপনিবেশিক যুগে নারীরা মুখমণ্ডলে পর্দা ব্যবহার করত। নারীরা তাদের দর্শনীয় বিষয় হিসেবে প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, তারা যে গৃহে বাস করে (জালি দেওয়া জানালার ভেতর থেকে রাস্তা দেখা যায় এরূপ অবস্থাতেও) সেখানেও নারীরা তাদের দর্শনীয় বিষয় হিসেবে বা নারী ও পুরুষদের আলাদা করে রাখলেও তারা নিজেদের

দর্শনীয় বিষয় হিসেবে প্রকাশ করে না। পর্দা করা নারীরা প্রদর্শনীর বিশ্বের (World-as-Exhibition) সব পূর্বশর্তই লঙ্ঘন করেছে: তাদের দেখা যাবে না; তাদের দেখা যাবে না তবে দেখা হচ্ছিল; এবং তারা কোনো ছবি ছিল না যে, ইচ্ছা করলেই তাদের অবলোকন করা যাবে। নারীরা রহস্যময়ী, তারা দর্শনার্থীদের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে চায় না। আমার মতে, পর্দার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের প্রচারের এটি একটি মূল বিষয়। সুনিশ্চিত জ্ঞানের ওপর ভর করে এবং সভ্যতার শীর্ষ অবস্থানে থেকে ইউরোপীয়রা মধ্যপ্রাচ্যে আসে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে আসার পর ইউরোপীয়দের এরূপ আস্থার মোহ ভেঙে যায়। কীভাবে একজন নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠা করবে বা অন্য সৃষ্টজীবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে (কেননা তাদের ছবির মতো দেখা যায় না, তাদের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না)? যাকে দেখা যায় না, চশমার মতো নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাদের নিয়ন্ত্রণও করা যায় না। ইউরোপীয়রা পর্দা করা নারীদের ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করে থাকে। তারা জানে পর্দানশিন নারীরা তাদের দেখছে অথচ তাদের ইউরোপীয়রা দেখতে পাচ্ছে না। এটি ইউরোপীয়দের ওপর নারীদের কিছু ক্ষমতা দিয়েছে। উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্টের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে এ বিষয়টি একটি বিপরীতধর্মী সম্পর্কের সৃষ্টি করে। অনুভূতিটা হলো আমাদের দেখা হচ্ছে অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমার যুক্তির এটিই মূল বিষয়, যে বিষয়ে ইউরোপীয়রা বিপরীতধর্মী আচরণ করে থাকে। ইউরোপীয়রা পর্দাকে আক্রমণ করে থাকে, তারা নারীদের পর্দা খুলে ফেলতে চায়। নারীদের দেখার জন্য তারা সব চেষ্টাই করেছে। তারা নারীদের পেইন্টিং, ছবি ইত্যাদিতে উলঙ্গ বা বিবস্ত্র করে উপস্থাপন করেছে। ইউরোপীয়রা এভাবে মুসলিম নারীদের পর্দাহীন করার ব্যাপারে অভিযান পরিচালনা করেছে।

উপসংহার

বস্তুগত ও অবস্থাগত কাঠামোর মধ্যকার পার্থক্যের মধ্যে 'আধুনিকতার দর্শনশাস্ত্রের' অর্থ নিহিত আছে। আধুনিকতার দর্শনশাস্ত্রের এ অর্থের মধ্যে দৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। এ কারণেই ইউরোপীয় পর্যটকরা মধ্যপ্রাচ্যে পর্দার ওপর আক্রমণ করে থাকে। প্রাচ্যের প্রাচ্যবাদী রূপকল্পের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের পরিচালিত প্রকল্প সম্পন্ন করতে গিয়ে পর্দাকেই তারা বাধা হিসেবে দেখছে। যেমন: প্রাচ্যের লেখকদের সহজাত হীনম্মন্যতা এবং তাদের সভ্য করে তোলার ব্যাপারে পশ্চিমাদের আবশ্যকীয়তা।

ঔপনিবেশিক উপদেশ-পরামর্শও প্রাচ্যের হীনম্মন্যতা সৃষ্টির কারণ। এছাড়া ঔপনিবেশিক উপদেশ-পরামর্শেও উন্নয়নের জন্য নারীদের পদমর্যাদাকে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় অভিজাতরা ইউরোপীয়দের কোনো কোনো আচার-আচরণে বন্দি হয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা তাদের 'আধুনিকায়নের' কাজকর্মে পর্দা আর হেরেমকে বাধা হিসেবে দেখছে। পুরোনোদের কাছে পর্দা হলো ধর্মভীরুতা, সম্পদ আর পদমর্যাদার প্রতীক। এ পর্দাই আবার নির্যাতন ও পশ্চাৎমুখিতার কারণ। পর্দার নতুন অর্থের কারণে পুরোনো অর্থ বিলীন হয়ে যায়নি। এটি শুধু কারো শ্রেণিগত মর্যাদার ওপর একটি নতুন স্তর সৃষ্টি করেছে মাত্র। এভাবেই পশ্চিমা সংখ্যালঘু অভিজাত শ্রেণি এবং অপশ্চিমা অনভিজাত সংখ্যাগুরুর মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। আহমেদের মতে, হিজাবের ওপর আলোচনা 'ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ, প্রতিরোধ ও তাকে ঘিরে শ্রেণিসংগ্রামের কারণে দূষিত হয়ে পড়েছে'।[৯] এ ঘটনাগুলো বর্তমান মুসলিম বিশ্বে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উসকিয়ে দিচ্ছে। ■

দ্বিতীয় অধ্যায়

টরেন্টোতে হিজাব পরার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি

এরপর শীঘ্রই আমি হিজাব পরা শুরু করলাম। ইতোমধ্যে দেখলাম ক্লাসে মাথার স্কার্ফ খুলে না ফেলার কারণে দুই স্কুলছাত্রীকে কানাডার কুইবেক, মন্ট্রিলের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১০] এ ঘটনা কানাডাজুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। কানাডার সমাজে হিজাবের অর্থ ও এর অবস্থান সম্পর্কে বিতর্ক চলতে থাকল। কানাডার এ বিতর্কটা কেন্দ্রীভূত ছিল মাথার স্কার্ফকে ঘিরে। স্কার্ফকে এখানে ভিনদেশি চর্চা বলে মনে করা হতো। তাদের মধ্যে বিতর্কটা ছিল কানাডায় হিজাবকে 'সঠিক' হিসেবে গ্রহণ করা হবে কি না। একটি কানাডিয়ান কমিশন (সিবিসি) টিভিতে একটি নিরীক্ষণমূলক[১১] রিপোর্ট প্রচার করে। রিপোর্টে প্রশ্ন করা হলো : 'হিজাব কি কানাডিয়ান সমাজের অংশ হিসেবে লিটমাস (Litmus) পরীক্ষার ন্যায় টিকতে পারে?' যে ছাত্রীটিকে স্কুল থেকে (কানাডায় জন্ম, কানাডায় বেড়ে ওঠা) বের করে দেওয়া হয়েছে সে ছিল কানাডিয়ান। তাকে বের করে দেওয়ার বিষয়টি ছিল অপ্রত্যাশিত। জেফ্রি সিম্পসন নামের জনৈক লেখক তার *দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল* গ্রন্থে বলেছিলেন, 'মুসলিম নারীরা চাইলে তাদের হিজাব পরতে দেওয়া উচিত'[১২]। তার এ মন্তব্যে দুই নারী হিজাব সম্পর্কে রাগতস্বরে বলতে থাকল যে, হিজাব 'স্পষ্টতই' মুসলিম নারীদের নির্যাতনের প্রতীক।[১৩]

এত আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গেছে তা হলো পর্দা ব্যবহারকারী মুসলিম নারীদের কথা। এ অধ্যায়ে পর্দা ব্যবহারকারী কানাডীয় মুসলিম নারীর বিষয়ে আলোচনায় সে শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি তার মতামতকে সব 'মুসলিমের' মতামত বলে গ্রহণ করতে পারি না। কিছু কিছু মুসলিম নারী হিজাব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে সে- সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পাওয়াই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। ১৯৯৬-এর মে ও জুলাইয়ে কানাডার গ্রেটার টরেন্টোর অন্টারিওতে আমি পনেরোজন সুন্নি ও একজন ইসমাইলি নারীর সাক্ষাৎকার

নিয়েছিলাম। এ ষোলজনের মধ্যে ছয়জন নওমুসলিম। এর মধ্যে দশজন সবসময় হিজাব পরতো (এর মধ্যে পাঁচজন আবার নওমুসলিম), পাঁচজন মাঝে মাঝে হিজাব পরতো। এদের মধ্যে মাত্র দু'জন ভবিষ্যতে সব সময়ের জন্য হিজাব পরবে না বলে জানানো হয়। পনেরো সুন্নি মুসলিমের মধ্যে মাত্র একজন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত না। এছাড়া মানুষ অন্যদের (ইসমাইলি নোহাসহ, যে শুধু তার সম্প্রদায়ের মধ্যেই সক্রিয় ছিল) 'ধার্মিক' বলে[১৪] জানত। উত্তর আমেরিকার মুসলিম পণ্ডিতদের[১৫] ধারণামতে নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করত এমন মুসলিমদের মধ্যে তারা ছিল ছোট্ট একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (প্রায় শতকরা ১-৫ জনের মতো)। আমার কাছে সাক্ষাৎকারদানকারীর নাম প্রকাশ না করার স্বার্থে আমি তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

হিজাবের ধারণা

১. কেন হিজাব?

কানাডায় বসবাসকারী মুসলিম নারীদের কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে: 'এটি কানাডা, তোমরা এখানে স্বাধীন। তোমাদের মাথায় ওই জিনিসটি পরার প্রয়োজন নেই'। এরূপ মন্তব্যের লক্ষ্যে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আনন্দের বা হতাশার হতে পারে, নির্ভর করে তথ্যটি কীভাবে দেওয়া হয়েছে।

একদিন দক্ষিণ এশিয়ার নূর (ছদ্মনাম) নামের জনৈক স্নাতক পর্যায়ের এক ছাত্রী লাইব্রেরি ক্যাফেটেরিয়ায় দুঃখজনক আক্রমণের শিকার হয়। এসময় জনৈক বয়স্ক মহিলা শত্রুর মতো তাকে আক্রমণ করে জানতে চাইল, 'কেন নূর কানাডায় এ-জাতীয় পশ্চাৎপদতাকে নিয়ে আসতে চাইছে?' ওই মহিলা জোর দিয়ে বলতে থাকে যে, 'তারা কানাডায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবলভাবে কাজ করে যাচ্ছে'। তার দাবি, হিজাব পরা হলে নারীর অধিকারের 'সব ধ্বংস হয়ে যাবে'। নূর আর কোনো বক্তব্য দিয়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি অথবা 'সহজেই কারো কাছে ঘৃণার কারণ হতে পারে' এমন কোনো কথা বলতে চায়নি। তার বক্তব্য হলো 'এটি একটি ধর্মীয় বিষয়'। এরপর দেখা গেল মহিলাটি শান্ত হয়ে এসেছে। এরপরও 'সে কিন্তু একমত হতে পারেনি'। তার একটিই কথা, যত কিছুই হোক নূর কোনো অবস্থাতেই হিজাব পরতে পারবে না।

নূর কেন কানাডায় হিজাব পরেছে, অমুসলিম কানাডিয়ান মহিলার কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় ধর্মীয় কারণগুলোর কথা সে উল্লেখ করেছে। সব সাক্ষাৎকারদানকারী, এমনকি ফাতিমা, যে অন্য নারীদের ন্যায় সবসময় হিজাব পরত না, সেও কোনোদিন পর্দা করতে চায়নি। ফাতিমার ধারণা হিজাব ধর্মেরই একটি অংশ। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, হিজাব ধর্মের একটি অংশ, কীভাবে তারা এটি ভাবতে পারল? তাদের সবারই একই জবাব, 'এটি কুরআনে আছে', 'আল্লাহর কুরআনে এর নির্দেশ রয়েছে'। এভাবে তারা হিজাবের ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে আসছিল। একজন নওমুসলিম ইংরেজ বাসসিমা একই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। হাদিসে আছে, 'যখন কোনো নারী প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তার মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া কিছুই দেখাতে পারবে না'।

২. প্রচলিত (অর্থাৎ পুরুষ-পক্ষপাতদুষ্ট) ব্যাখ্যা?

নারী স্কলাররা যারা নিজেরাই পর্দা করেন না পুনঃপর্দার (Re-veiling) আন্দোলনের বেশিরভাগ গবেষণাই তারা প্রণয়ন করেছেন। সাক্ষাৎকারদানকারীদের মধ্যে যারা পর্দার বিষয়টিকে কুরআন নির্দেশিত বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তাদের ব্যাপারে এসব স্কলাররা অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। এসব স্কলারের ধারণা মতে, কুরআন শালীন পোশাকের কথা বলেছে। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের পর্দার কথা বলে থাকে কুরআন নির্দেশিত পর্দা সেটি নয়। স্কলারদের এসব গবেষণাকর্ম সাক্ষাৎকারদানকারী নারীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। স্কলাররা তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী স্কলারদের ধারণা তারা সাক্ষাৎকারদানকারীদের চেয়ে কুরআনের ব্যাখ্যায় আরো বেশি দক্ষ। মিশরীয় নারীবাদের ওপর কারামের গবেষণাকর্ম কুরআন আর পর্দার ব্যাখ্যার দূরত্ব নিরসনে একটি মডেল উপস্থাপন করেছে। পর্দার ওপর মুসলিম নারীদের ব্যাখ্যা কুরআনে পর্দাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে– এ ব্যাপারে তার ভিন্নমত রয়েছে। তথাপি তাদের গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপারে তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে : 'এটি যেনো কোনো খেলার ক্ল্যাসিক ক্যাচ-২২ ধরনের অবস্থা। এ ব্যাপারে আমি ছিলাম অপারগ, মুসলিম নারী হিসেবে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে বেড়ে উঠে ইসলামের ভিত্তির (অর্থাৎ কুরআন) বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে পারি না। এ প্রেক্ষিতে তারা সামাজিক উপলক্ষ্যকে সামনে নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে আমি তার সাথে একমত নই।'[১৬]

কারাম দেখান যে, উভয়েই– যারা পর্দা করে এবং যারা করে না তারা বিশ্বাস করে যে, অন্যরা মিথ্যা চেতনাবোধের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে।[১৭]

নারীদের মধ্যে যারা পর্দা করে তারা মিথ্যা সচেতনতাবোধের ধারণার দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে– এ ধারণাটি পশ্চিমা দেশে তীব্র। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরা শুরু করলাম তখন জনৈক ক্লাসমেট আমার বান্ধবীকে বলল, 'সে কি দেখছে না যে, সে নির্যাতিত হচ্ছে'? যাহোক, আজকাল পশ্চিমা দেশে বেড়ে ওঠা কোনো নারীই মুসলিম সমাজের ভেতরে ও বাইরে পর্দার ওপর চলে আসা উপদেশ-পরামর্শের ব্যাপারে সতর্ক না থেকে পর্দা ব্যবহার করতে পারে না। মুসলিম বিশ্বে পর্দার একটি দীর্ঘদিনের চর্চা রয়েছে। এর ওপর বর্তমান বিতর্ক তুলনামূলকভাবে নতুন– পশ্চিমের সাথে ঔপনিবেশিক মোকাবিলায় বিষয়টি নতুনভাবে উঠে এসেছে। পর্দার ব্যাপারে বৃহত্তর কমিউনিটির নেতিবাচক ধারণা এবং এর কারণে যে ধরনের হয়রানি ও বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হয় তাতে কানাডার মতো দেশে বসবাস করেও হিজাব পরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া এত সহজ নয়। আমি যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি, কেন পর্দা করবে এ বিষয়টি তাদের কাছে প্রকৃত অর্থে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পর্দা করা এবং দিনের পর দিন পর্দা ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। পর্দাপ্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্কলারগণ লক্ষ করলেন যে, হিজাব পরার জন্য নারীদের বহু রকমের উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন: রাজনৈতিক প্রতিবাদ, অর্থনৈতিক কারণ থেকে ধর্মভীরুতা ইত্যাদি (অধ্যায় তিন দেখুন)। আমার কাছে সাক্ষাৎকারদানকারীরা কুরআনের বহু রকমের ব্যাখ্যা বিবেচনা করেছে এবং তাদের কাছে যেটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে সেটিই তারা গ্রহণ করেছে। তারা সকলেই বিশ্বাস করে যে, কুরআনে নারীদের চুল ঢেকে রাখার ব্যাপারে যে নির্দেশনা রয়েছে তা সরাসরি।

ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা– এটি একটি খারাপ ধর্ম, এ ধর্ম মহিলাদের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন লালন করে। আমার গবেষণায় নারীদের জন্য হিজাবকে প্রতীকী করা হয়েছে, সহিংসতা বা নির্যাতন নয়, বরং 'পবিত্রতা', 'বিনয়', একজন নারীর 'ইসলামী পরিচয়' এবং 'আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং মুসলিম হিসেবে পরিচয়দানের জন্য হিজাবের কথা বলা হয়েছে'। ওইসব নারী হিজাব পরে শান্তি লাভ করেছে আর তারা হিজাব পরাকে উপভোগ করেছে। তারা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমাজের

জন্য হিজাব উপকারী; কেননা হিজাব নারী-পুরুষের সম্পর্ককে স্পষ্ট করে দিয়েছে। হিজাবের মধ্য দিয়ে নারীরা তাদের ব্যক্তি হিসেবে অনুভব করতে শিখেছে, 'যৌন বিষয় হিসেবে নয়'; পর্দা করা হলে সমাজে শত্রুতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার নেতিবাচক ধারণা কমে যাবে। যদি নারীবাদী প্রথা এবং অভিজ্ঞতার জ্ঞানতত্ত্বকে কোনো কিছুর জন্য জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, তাহলে হিজাবের অর্থকে শক্তভাবে ধারণও করতে হবে, এ অবস্থায় 'মিথ্যা' বিশ্বাসের জন্য নারীদের অবজ্ঞা করা যাবে না। ■

তৃতীয় অধ্যায়

হিজাবের বহুবিধ অর্থ

পর্দার সমাজতাত্ত্বিক জটিলতাকে পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত প্রজ্ঞার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমা বিশ্বে পর্দাকে (যদি নির্যাতনের কোনো একটিও থেকে থাকে) ইসলামে নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। আমার এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো, প্রভাব এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে নারীদের স্কার্ফ পরানো হয়ে থাকে আর স্কার্ফের মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে– পশ্চিমাদের এরূপ পূর্ব ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা। এ অধ্যায়ে হিজাবের বহুবিধ অর্থের কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যেন এটা না বুঝে যে, হিজাবের কেবল একটিই অর্থ রয়েছে। আর পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের নির্যাতনমূলক পর্দার বিষয় চাপিয়ে দিয়ে নারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে– এ বিষয়টির প্রতি এ গ্রন্থে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (যেমন: ফ্রান্স এবং কুইবেকে যে বালিকা স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং পর্দার কারণে মুসলিম নারীরা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ও নাজেহালের সম্মুখীন হচ্ছে)। অন্যান্য দেশে মুসলিম নারীদের হিজাবের বিভিন্ন অর্থ বুঝানোর জন্য হিজাবের চর্চা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের হিজাবের চর্চা যে বিভিন্ন প্রেক্ষিত আর ব্যক্তির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে আমি তাই আলোচনা করেছি। আমি নারীদের বিভিন্ন রকম উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়কে পর্দার শিক্ষাগত প্রেক্ষিত থেকে সাতটি মূল বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছি; যেমন: বৈপ্লবিক প্রতিবাদ, রাজনৈতিক প্রতিবাদ, ধর্মীয়, সরকারি স্থানসমূহে প্রবেশের অধিকার, নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান। আমি যে বিষয়গুলো শনাক্ত করেছি সেগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটির ভেতর আরেকটি ঢুকে যেতে পারে, অনুপ্রবেশের বেলায় একই নারীর জন্য বিষয়টি একাধিকবার ঘটতে পারে। সামনের অধ্যায়গুলোতে আমার গবেষণাকর্ম থেকে পর্দার প্রসঙ্গগুলো আমি উপস্থাপন করেছি। এরপর আমি হিজাবের অর্থগুলোর দিকে দেখলাম।

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলোর সবাই হিজাবের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। হিজাবের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায়, পশ্চিমাদের মধ্যে হিজাবের যে ভাবমূর্তি রয়েছে আর সংবাদমাধ্যমে যা প্রচারিত হয়েছে তা ব্যাপক অর্থেই নেতিবাচক। এর সাথে নারীদের নির্যাতনের বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার মিল খুব একটা দেখা যায় না।

পর্দা করার কারণ

১. *বৈপ্লবিক প্রতিবাদ*: ১৯৫০ সালে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এবং ১৯৭০-এর দিকে ইরানের বিপ্লবের সময় যেসব নারী পূর্বে পর্দা বা গায়ে চাদর পরত না তারাও জুলুমবাজ সরকারের উচ্ছেদের জন্য প্রতিবাদ হিসেবে পর্দা করত বা গায়ে চাদর জড়াত।[১৮] নারীদের মাথার স্কার্ফের দ্বারা উপনিবেশবাদ বা সমব্যথী পশ্চিমা অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং এসময় পর্দার মধ্য দিয়ে যা কিছু হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল জুলুমবাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব।

২. *রাজনৈতিক প্রতিবাদ*: অভিজাত পশ্চিমাকরণ কার্যক্রম এবং পশ্চিমা নব্য সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে নারীরা হিজাব পরে থাকে। তাদের প্রতিবাদের অর্থ হলো পশ্চিমারা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, রাষ্ট্র প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালার সাথে বিশেষ করে রাষ্ট্রের 'বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক' বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে তাদের দেশগুলোকে দখল করে নিয়েছে।[১৯]

৩. *ধর্মীয়*: পশ্চিমাকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষকরণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো একটি কার্যকর এবং ইতিবাচক বিকল্প– রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যয়। নারী ও পুরুষের জন্য 'ইসলামী পোশাকের নীতিমালা' অনুসরণে নারী-পুরুষের এরূপ আন্তর্জাতিক আহ্বানের ওপর ভিত্তি করে অনেক নারীই পর্দা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[২০]

৩.১. *সমাজকে আরো ভালো করা*: পশ্চিমাকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষকরণকে পরিহার করে বিকল্প হিসেবে ইসলাম গ্রহণ এবং ব্যাপকহারে নারীরা যে হিজাব পরছে, নারীদের দ্বারা সমাজের উন্নয়নে এটি একটি বিশাল ভূমিকা রাখবে। হিজাব সামাজিক শ্রেণিসমূহের মধ্যে আংশিকভাবে একটি সমতা

এনেছে।[২১] উইলিয়ামসের মতে, মিশরের নারীরা হিজাব পরছে সামাজিক প্রতিবিধান হিসেবে, তারা যাতে পিছিয়ে না পড়ে আর *ইনহিলাল* (একাকিত্ব অনুভব, বিভাজন)[২২] বন্ধ করার জন্য।

৪. লোকসমাবেশে সার্বক্ষণিক প্রবেশাধিকার: সাম্প্রতিক সময়ে যেসব মহিলা পর্দা করছে তারা ধর্মের প্রতি আনুগত্যের কারণে তা করছে না। নারীদের যারা কখনো কোনো প্রার্থনাই করেনি, তারা দেখল হিজাব পরলে লোকসমাবেশে (Public Sphere) সহজেই যাতায়াত করা যায়, কর্মসংস্থানের খোঁজখবর নেয়া যায়, মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়া যায় এবং পুরুষের হয়রানি থেকে বাঁচা যায়।[২৩]

৫. ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশ: বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম নারীদের হিজাবের আরো একটি কারণ আছে। এটি হলো ব্যক্তিগত পরিচয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের এশীয় ব্রিটিশ নারী জনৈকা নাদিয়া ষোল বছর বয়স থেকেই হিজাব পরতে শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে তার অনুভূতি 'পর্দা করার কারণে আমার অনুভূতি অন্যরকম। এটি আমার মর্যাদার পরিচয়। হিজাব এমন একটি প্রতীক, যার মাধ্যমে আমি অনুভব করি আমার ধর্ম আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ'।[২৪]

৬. *সামাজিক রীতিনীতি*: সামাজিক রীতিনীতি আর সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বা পরিবারের মর্যাদার অংশ হিসেবে অনেক মুসলিম নারী হিজাব পরে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা জনৈক সৌদি শিক্ষিকার হিজাব সম্পর্কে মন্তব্য: 'বিশ্বাসের কারণেই আমি পর্দা করি'। আল মুনাজিদ নামের জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন: 'কীসের ওপর ভিত্তি করে তোমার এ বিশ্বাস?' সৌদি নারীর জবাব: 'আমি আমার ঐতিহ্যের ওপর বিশ্বাসী। সৌদি নারী হিসেবে পর্দা পরা ব্যক্তির পরিচয়ের একটি অংশ। সৌদি সংস্কৃতির পরিচয়ের এটি অবশ্যই একটি অংশ ... আমি আমার মেয়েদেরও পর্দা করা শেখাবো'।[২৫]

৭. *রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা*: পর্দার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় আইনে বলা হয়েছে। যেমন: ১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লব এবং ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতা গ্রহণের পর পর্দাকে রাষ্ট্রীয় আইনে আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

হিজাবের অর্থ ও পশ্চিমা গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি

উদ্বুদ্ধকরণের সমাজতাত্ত্বিক জটিলতা ও পর্দার অর্থের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সহজেই তা দেখানো যেতে পারে। এ পার্থক্য পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভাবমূর্তি ও পর্দার অর্থের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমা গণমাধ্যমে হিজাবকে সামগ্রিকভাবে নির্যাতন বলা হয়েছে, আর ইসলামকে সব গণ্ডগোলের কারণ (বর্তমানে এটিকে ইসলামী মৌলবাদ বলে অভিহিত করা হয়) বলে মনে করা হয়। যেমন: সন্ত্রাসবাদ, সহিংসতা, বর্বরতা ও পশ্চাৎমুখিতার মতো বিষয়। এটি তিলকে তাল করার পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতি, একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুলো করানো হয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগের ন্যায় প্রাচ্যজুড়ে একসময় পর্দাকে একটি উপমা (Metaphor) হিসেবে মনে করা হতো। এরপর ১৯৯০ সালের পর থেকে 'পর্দা' শব্দটিই ইসলামী মৌলবাদের সকল আতঙ্কের নাম। সংবাদমাধ্যমে এরূপ অনেক মন্তব্যই দেখা যায়, যেমন: 'ইসলামের পর্দার হুমকি';[২৬] 'পর্দার নারী: ইসলামী জঙ্গীরা নারীদের অফিসস্বীকৃত দাসত্বের পেছনের যুগে নিয়ে যাচ্ছে';[২৭] ফৌলারড. লি কমপ্লটের মন্তব্য: Comment Les Islamistes Nous Infiltrent [পর্দা, ষড়যন্ত্র: কীভাবে ইসলামপন্থিরা আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে]';[২৮] 'ইসলামের পর্দার হুমকি';[২৯] 'বিশ্বাসের কাজ না সমাজের প্রতি পর্দার হুমকি?'[৩০] জনৈক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'ফরাসি স্কুলে সংহতির বিরুদ্ধে মুসলিম পর্দার হুমকি';[৩১] 'নতুন আইন: পর্দা পরো আর বেঁচে থাকো';[৩২] 'নারীরা পর্দার আড়ালে আটকা পড়েছে'।[৩৩]

এভাবে ইসলামে নারীদের হীনম্মন্যতাবোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হিজাব। 'পর্দাকে' নারী নির্যাতনের 'অশালীন চিহ্ন' হিসেবে মনে করা হয়েছে',[৩৪] পর্দাকরণে অনিচ্ছুক নারীদের ওপর বিভিন্নভাবে জোর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন: ঘুষ প্রদান[৩৫] বা প্রকৃত সহিংসতা ও হুমকি।[৩৬] যাহোক, উপরের আলোচনা হতে দেখা যায়, মুসলিম দেশগুলোতে অনেক নারীই ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বিশ্বাসের কারণেই হিজাব পরিধান করছে। স্ক্রগিনস, গুডউইন ও ব্রুকের মতে এ নারীদের দুর্বলচেতা, প্রতারিত বা উদ্ভট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নারীবিরোধী[৩৭] হিসেবে ইসলামী ভাবাদর্শকেও সমানভাবে দায়ী করা হয়েছে। পর্দার বিষয়ে গবেষণার অংশ হিসেবে স্কুলছাত্রীদের বিষয়ে উপরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আবার গুডউইনের গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। তার আলোচনায় বর্ণিত

ছাত্রীদের বয়স এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সহজে আকৃষ্ট 'চরমপন্থার' দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গুডউইনের 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার' ধারণা উপরে বর্ণিত স্কলারদের সাক্ষাৎকারের কারণে স্পষ্টতই বাদ পড়ে গেছে।[৩৮] ব্রুকসের গ্রন্থে মুসলিম নারীদের তাদের দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণে অন্ধকার ভবিষ্যতের অগ্রদূত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো গবেষণাকর্মের গুণ বা সূক্ষ্মদ্যোতনা আর বর্তমানে নেই, যেমন ম্যাকলি উডের গবেষণায় দেখা যায়, কায়রোর নিম্নশ্রেণির অনুসৃত নতুন পর্দাপ্রথা সরাসরিভাবে মিশরে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বা জুহুরের এবং রুগরের[৩৯] ধর্মভীরুতার বিষয়টিও সরাসরি কোনো বিষয় নয়, কোনো সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা ব্রেনারের মতানুযায়ী সামনে অগ্রসরমান জাভানি নারীদের অবস্থা, সমাজের উন্নয়ন[৪০] এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও আধুনিক নারীদের পুনঃশৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ন্যায় বিষয়গুলোও পর্যবেক্ষণের বাইরের বিষয়। ■

চতুর্থ অধ্যায়

মেরনিসি এবং পর্দা সম্পর্কে আলোচনা

মরক্কোর নারীবাদী লেখক ফাতিমা মেরনিসির দুটো গ্রন্থ *Beyond the Veil* এবং *The Veil and the Male Elite* পর্দার 'অর্থের' জন্য ব্যাপকভাবে পশ্চিমা দেশগুলোতে আলোচিত।[৪১] মেরনিসি তার দুটো গ্রন্থেই পর্দাকে নারীদের ওপর পুরুষদের অন্যায্য কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমার গ্রন্থে আমি যেহেতু পর্দাকে নির্যাতনের কারণ হিসেবে গৎবাঁধাভাবে উপস্থাপনের বিষয়টিকে পরিহার করেছি, সেজন্য মেরনিসির গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রধান যুক্তিগুলোকে আমি সমালোচনার দৃষ্টিতে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছি।

মেরনিসি ও তার গবেষণা পদ্ধতি

মরক্কোতে বেড়ে ওঠার সময় ফাতিমা মেরনিসির যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই মর্মযাতনা তার বেশিরভাগ লেখাতেই ফুটে উঠেছে। মেরনিসির আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, পর্দার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তার বয়স মাত্র নয় বছরও হয়নি, এ সময় একদিন তিনি আর তার মামাতো ভাই তাদের মাথার চুলের রঙ বদলাবার সিদ্ধান্ত নিলেন বা মাথার চুল ঢাকতে চাইলেন। এগুলোর কারণ Hi-Hitler-এর হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো। হিটলার 'ঘন কালো চুল ও গাঢ় কালো চোখ সহ্য করতে পারত না। সেজন্য ঘন কালো চুলের মানুষ দেখলেই তাদের ওপর বোমা ফেলত'।[৪২] মেরনিসি তার মায়ের স্কার্ফগুলো থেকে একটি পরা শুরু করেন। তার রাগান্বিত মা এটি তার মাথা থেকে খুলে ফেলতে বলেন। এ সময় তার রাগান্বিত মা চিৎকার করে বললেন, 'কখনো তুমি মাথায় কোনো কিছু পরবে না'। 'তুমি কি আমাকে বুঝতে পারছো? কখনো না! আমি পর্দার বিরুদ্ধে লড়ছি, আর তুমি সে পর্দাই পরছো? এটি কোন ধরনের বোকামি?' ... মা আবার বললেন, 'আলিমানির মহাক্ষমতাশালী সেই হাই-হিটলারও যদি

তোমার বিরুদ্ধে থাকে তাহলেও খোলা মাথাতেই তার মোকাবিলা করবে। মাথা ঢেকে রাখা আর পালিয়ে বেড়ানো কোনোটিই তোমাকে সাহায্য করবে না। পালিয়ে থাকাতে কোনো নারীর সমস্যার সমাধান হবে না, এটি শুধু একজন নারীকে একটি সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তোমার দাদি আর আমি মাথা আবৃত করতে গিয়ে যথেষ্ট ভোগান্তি সহ্য করেছি। আমরা জানি মাথা ঢাকাতে কোনো কাজ হবে না। আমি চাই আমার মেয়েরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াক আর আল্লাহর পৃথিবীতে গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তারা চলতে থাকুক'।[৪৩]

এরূপ অবস্থায় কোনো শিশু কি পর্দার ব্যাপারে নেতিবাচক ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে পারে? কোনো তরুণী কি জাতিবিরোধী বা পশ্চাৎমুখিতার বদনাম ছাড়া পর্দার ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এসব স্মৃতি স্পষ্টতই মেরনিসিকে মর্মজ্বালায় আক্রান্ত করে। তার সব লেখাতেই তার ব্যথার কারণগুলোর সন্ধান করা হয়েছে, তার লেখায় অবস্থার পরিবর্তন ও সেগুলোর প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কে না এ অবস্থার নিন্দা করবে? মেরনিসির ক্লাসের সেই নারী, যাকে অশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে, তাকে মুখে পর্দা করতে হয়েছে। যখন তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় তখন তাকে নির্যাতনমূলক পর্দা পরেই বাইরে যেতে হয়। মেরনিসির ভাষায় এটি যে একটি নির্যাতন তা স্পষ্ট। সমস্যাটা হলো, মেরনিসি তার অভিজ্ঞতাকে মরক্কোর পর্দাপ্রথার অভিজ্ঞতার সাথে এক করে দেখেছেন। তিনি এটিকে অন্তর্নিহিত বা পর্দার সত্যিকারের অর্থ হিসেবে দেখতে ভুল করেছেন। আমি এ ব্যাপারে পরে কোনো এক সময় বিস্তারিত আলোচনা করবো। পর্দাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আমল-আকিদার যে অনেক দিক রয়েছে তা মেরনিসি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি (অধ্যায় তিনে এগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে), আবার পর্দাকে ঘিরে ইসলামী আলাপ-আলোচনার বহু দিক রয়েছে, তাও তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি পর্দার ঐতিহাসিক দিকের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর মরক্কোর সামাজিক/ রাজনৈতিক/ অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সপ্তম শতাব্দীর আরবীয় পদ্ধতিকে একরকম চিন্তা করে বিংশ শতকের মরক্কোকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন, রাসূল সা. যাকে ইসলামের ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি মরক্কোর অবস্থাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে মেলাতে চেয়েছেন। তিনি পর্দাকে মুসলিমদের সামাজিক বিধান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি

ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মরক্কো ও সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশকে একই ভেবে আরবের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম মুসলিম সমাজের সাথে এক করে ফেলেছেন।[৪৪]

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে মেরনিসির সাথে প্রধানত দুটো বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করি : এক, ধর্মীয় বিভিন্ন কাজকর্মকে ঐতিহাসিকীকরণের বিষয়, এটি বিভিন্ন দেশে ও স্থানে মানুষ কীভাবে সেগুলোকে গ্রহণ করে থাকে তার বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত; এবং দুই, সংকীর্ণ চিন্তার কারণে পর্দাকে ঘিরে যে বহুবিধ আলোচনা রয়েছে তা মেরনিসির গ্রন্থে স্থান পায়নি। নারীদের জন্য ইসলামের পর্দাপ্রথা নির্যাতনের প্রতীক এরূপ গৎবাঁধা নেতিবাচক ধারণার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। মেরনিসিকে জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্য কীভাবে এমন একটি সমাজের কথা বলেছেন, যে সমাজকে মেরনিসি নিন্দাও করেছেন আর যে সমাজ নারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, অথবা সেখানে এমন বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীদের জন্য অধিক অনুকূল। এ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করবো মেরনিসি যে নারীদের ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন আমি সেটাতে একমত নই। আমি মেরনিসির সাথে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছি না যে, মুসলিম সমাজ নারীদের ওপর কখনো কখনো দমনপীড়ন চালায় বা নারীদের ব্যাপারে লম্বা লম্বা কথা বলে। তার সাথে তর্কের বিষয়টা হলো আদর্শগত ইসলাম সম্পর্কে (কুরআনিক দর্শন কি ইসলামিক না অনৈসলামিক?)। নারীদের প্রতি কুরআনের দর্শনের এমন অনুকূল ব্যাখ্যা মেরনিসির মতের সাথে এক হতে পারে না বা কুরআনের যে ব্যাখ্যায় নারীদের প্রতি দমননীতির কথা বলা হয়, সে ব্যাপারে মেরনিসির মতের সাথেও আমি একমত পোষণ করি না।

কুরআন এবং সুন্নাহয় নারী ও যৌনতা

ইসলাম নারীদের যৌনতাকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখে থাকে সেজন্য যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে– এর ওপর ভিত্তি করে মেরনিসি পর্দার বিরুদ্ধে তার মত প্রকাশ করেছেন। মেরনিসির মতে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীত্ব অসুন্দর ও মানহানিকর; ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইতররতিপ্রবণ (heterosexual) ভালোবাসা বৈধ নয়। আল্লাহর সাথে পুরুষের সম্পর্ক নারীর কারণে হুমকিগ্রস্ত

হয়। সেজন্য নারীদের পর্দা করতে হবে, নারীদের মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে ও বাদ দিতে হবে।[৪৫]

কুরআন এবং সুন্নাহকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করলে তার এসব যুক্তির কোনোটিই টিকবে না। এ ব্যাপারে জনৈক লেখক উইন্টার বলেন, 'যৌনতার বিষয়টিকে ইসলাম ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে ইমাম নববির মত হলো : 'সকল ক্ষুধাই যৌনতার কামনা ছাড়া হৃদয়কে কঠিন করে দেয়। যৌনতা এ ক্ষুধাকে কোমল করে'।[৪৬] নারীরা যে যৌন কারণে বিপজ্জনক এমন কিছু কুরআনে উল্লেখ নেই, বরং কুরআনে নারী-পুরুষ মৌলিকভাবে যে এক তা-ই বলা হয়েছে। উভয়কে একই আত্মা থেকে সৃজন করা হয়েছে। উভয়েই দৈব শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে জীবিত থাকে (সুতরাং কীভাবে ইসলাম নারীত্বকে অদৈব হিসেবে মনে করবে?)। কুরআনে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক ভালোবাসা ও মেলবন্ধনের বহু আয়াত আছে। আশ্চর্যের বিষয় মেরনিসি এগুলোকে এড়িয়ে গেছেন (যেমন: সূরা আর-রূম, ৩০:২১)। মেরনিসির মতে, নারী-পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালোবাসা, বিবেচনাবোধ, সহমর্মিতা ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-মহব্বতের বিষয়টি অকল্পনীয় ব্যাপার। মেরনিসির মতে, 'মুসলিমদের রীতিনীতি হলো সভ্যতার মারাত্মক শত্রু। সাধারণ অর্থে নারী-পুরুষের ভালোবাসা, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা হলো সভ্যতার শত্রু'।[৪৭]

জোর দিয়ে বলতে চাই, ইসলামে শরীর ও তার কামনা-বাসনা সম্পর্কে খারাপ বা অবাঞ্ছিত কিছু নেই। বেহেশতে হজরত আদম আ.-এর সাথে হজরত হাওয়া প্রেমে পড়লেও বেহেশত থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে আদম আ.-কে দায়ী করা হয় না। তাদের এ কাজে কোনো (আল্লাহ সরাসরি তাদের মাফ করে দিয়েছেন) গুনাহ নেই। হজরত হাওয়া আ.-এর এ কাজটি অপবিত্র কিছু নয়। তার কাজ ধর্মীয় অন্যান্য কাজের মতোই, কামনা-বাসনা যেমন কোনো পাপের কাজ নয়, তেমনি মহৎ কাজের বহির্ভূত কিছুও নয়। এটি মহৎ কাজেরই প্রেক্ষিতবিশেষ। বিবাহের মাধ্যমে যৌনক্ষুধা মেটানো ইসলামে বৈধ, আল্লাহ এজন্য পুরস্কৃত করবেন। আর বিবাহবহির্ভূতভাবে যৌনক্ষুধা মেটানো অবৈধ। আল্লাহ এর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। যদি সৎ উদ্দেশ্যে বৈধভাবে কোনো কাজ করা হয় তাহলে সেটি হবে আল্লাহর ইবাদত। সেজন্য যৌনসম্ভোগকে আল্লাহ নিষেধ করেননি, আল্লাহ

কোনো নারীর এরূপ কাজে বিরোধিতা করেননি। বৈধ কোনো সংসর্গের জন্য আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কে পুরস্কৃত করেন। সেজন্য হিজাবকে বিশ্বাসের প্রতীক বলা যায় না, হিজাব নারীত্ব হরণ করে বা বিশ্বাসীর সমাজ থেকে নারীদের বাদ দিয়ে রাখে– আদর্শগতভাবে এসব বক্তব্য নারীবিরোধী।

উপসংহার

মেরনিসির যুক্তিতে পর্দার কারণে নারীরা বিশ্বাসের পথ থেকে দূরে সরে গেছে, সর্বজনীন স্থান থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি। তার এ বক্তব্যগুলোকে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নারীদের বক্তব্য ও কার্যাবলি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাক্ষাৎকারদানকারীদের বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। পর্দা পালনকারী নারীদের বক্তব্য অস্বীকার করে তিনি তাদের নীরব শিকারে পরিণত করেছেন। মেরনিসি শুধু ঔপনিবেশিক ও 'পর্দাকৃত নারীদের' বেলায় প্রাচ্যবিদের বক্তব্যকে জোর দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তার রূপকল্প (Vision) সংকোচনমূলক। তিনি পর্দার সমাজতাত্ত্বিক বহুমুখিতাকে অস্বীকার করেছেন। তার অনুমান 'নারীত্ব আর দৈবের মধ্যে ইসলামে অসঙ্গতি রয়েছে', সেজন্য তার ধারণা মোতাবেক নারীদের হিজাব থেকে বের করে আনতে হবে ও সমাজ থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। তার এ ধারণা ভুল। তার এ বক্তব্য থেকে আমি বলতে পারি, হিজাব একটি স্বতন্ত্র অর্থ ধারণ করে। ■

পঞ্চম অধ্যায়

পর্দার বিকল্প তত্ত্ব

এ গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য হলো, সামাজিক প্রেক্ষিতের কারণে হিজাবের গুরুত্বকে উপস্থাপন করা। এ অধ্যায়ে একবিংশ শতাব্দীর ভোক্তামুখী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির জন্য হিজাবের একটি ইতিবাচক তত্ত্ব আমি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছি। আমার মতে, দেহ ও বস্তুবাদিতার ওপর পুঁজিবাদের গুরুত্ব আরোপের ফলে হিজাব নারীদের জন্য শক্তিশালী ও মুক্তিদাতা হিসেবে কাজ করতে পারে। নারীদের দিকে পুরুষদের দৃষ্টিপাত এবং নারীদেহকে পুঁজিবাদের পণ্যদ্রব্য হিসেবে উপস্থাপনের বিষয়ে আমি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছি। আমার মতে, হিজাব হলো বিষয় দুটোর ক্ষতিকর দিককে প্রতিরোধ করার শক্তিশালী উপায়। গ, ঘ, চ এবং ঝ সেকশনে আমি পোশাক হিসেবে হিজাবের সাধারণ কিছু ভুল ধারণাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি : হিজাব যে নারীত্বকে বিলীন করে দেয়, নারীদের শুধু যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে এবং নারীদের যে কোনোরূপ পছন্দ থাকতে নেই এরূপ নারীসংক্রান্ত বিষয় অপনোদনের চেষ্টা করেছি। সেকশন চ-এর পর অধ্যায়টির আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে, যেখানে হিজাবকে বিশ্বাসের প্রবেশপথ (Gateway) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের আধুনিক বস্তুবাদের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া থেকে হিজাব রক্ষা করে থাকে।

ক. হিজাব ও নারীস্বাধীনতা এবং খ. হিজাব ও পুরুষের দৃষ্টি

প্রথম পর্যায়ের কোনো গণমাধ্যমের জন্য লিখতে গিয়ে জনৈক নাহিদ মুস্তাফা ও সুলতানা ইফসুফআলি হিজাবকে পশ্চিমাদের ভোক্তা সংস্কৃতির হাত থেকে বাঁচার উপায় বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তারা দু'ধরনের নারীবাদী বিশ্লেষণের কথা বলেছেন।[৪৮] পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে নারীর দেহকে বস্তুগত ও পণ্যসামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন; দ্বিতীয়ত, সুন্দরী আদর্শের উন্নয়নে নারীদের ক্ষতি করার নীতি।

অরবাচ, বরডো, ওলফ, উসার, ম্যাককিনন, ডরকিনসহ আরো অনেক নারীবাদী লেখক নারীদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।[৪৯] নারীদেহকে বস্তুগত বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে এটিকে বিজ্ঞাপন, পর্নোগ্রাফি, নারীদেহের ছবি অঙ্কন ও চলচ্চিত্রের ন্যায় গণমাধ্যমে ব্যবহারের সমস্যার বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন। তাদের যুক্তি হলো নারীদেহকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় (ইতররতিপ্রবণ) যাতে পুরুষরা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর (ইতররতিপ্রবণ) পুরুষরা তাদের কামনা চরিতার্থ করতে চায় : নারীর দেহ স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর এবং তাদের দেহ যৌন বাসনা উদ্রেককারী। নারীদেহের অঙ্কিত ছবিতে (বিশেষ করে নগ্ন নারীর ছবি) আর পর্নোগ্রাফিতে নারীদের সবসময় নীরব আর হেলান দেওয়া অবস্থায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়। নারীদের পুরুষের মালিকানাধীন জিনিস মনে করা হয়।[৫০] ছবি বা চলচ্চিত্রে নারীদেহের যে শর্ট নেয়া হয় তা দৃষ্টিনির্ভর (Visual), এরপরও কোনো কোনো নারীবাদীর বক্তব্য হলো এরূপ দৃষ্টিনির্ভর বস্তুগত উপস্থাপনের দ্বারা বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এভাবে 'নারীদের দেহ উপস্থাপনের কারণে নারীরা (পুরুষদের) যৌন পিপাসার সম্মুখীন হতে পারে।[৫১] নারীদের দেহকে শুধু ছবি অঙ্কনেই ব্যবহার করা হয় না, নারীর এরূপ দেহ প্রদর্শন সর্বব্যাপী (Ubiquitous), সর্বত্রই নারীর ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশি করে নারীদেহের ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যায়, বিকিনি পরিহিত নারীদেহ গাড়িতে (Car) হেলানরত অবস্থায় হাত বুলাচ্ছে; কোনো শস্যদানার বাক্স হতে নারীর পা বের করা হচ্ছে।[৫২] বিক্রিত দ্রব্য আর যৌন আবেদনময়ী নারীদেহের মধ্যে বাস্তবে কোনো সম্পর্ক নেই। নারীদেহটা শুধুই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। বিজ্ঞাপনের এসব দৃশ্য ইতররতিপ্রবণ পুরুষকে উত্তেজিত করে আর নারীদেহ যে বস্তুগত কোনো বিষয় সে ধারণাকে আরো শাণিত করে।

নারীদেহকে এভাবে বস্তুগত বিষয়ের মতো মনে করা হলে নারীদের অপমানিত করা হয়। এভাবে তাদের বস্তু হিসেবে কল্পনা করা হয় আর তাদের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। নারীবাদী প্রকল্পের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে প্রকল্পের পরিবর্তন ও প্রকল্পের সমস্যাকে লাঘব করার চেষ্টা করা হয়।

মুস্তাফা ও ইউসুফআলি হিজাবকে দেখেছেন পণ্য ও বস্তুগত ফাঁদ থেকে নারীদের মুক্তির উপায় হিসেবে। হিজাব নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া হিজাব পুরুষদৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব অপসারণ করেছে।

হিজাব নারীদের বস্তুর মতো করে ধারণা করা থেকে বের করে এনেছে। মুস্তাফা ও ইউসুফআলির মতে, হিজাব মুক্তিদানকারী; কারণ এর মাধ্যমে নারীরা সৌন্দর্যখেলার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে। সৌন্দর্যখেলার বিষয়টি একান্তই নারীদেরই বিষয়, সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি নারীরা নিজেরাই তাদের চারদিকে তৈরি করে থাকে। তারা এমন আবহ তৈরি করে থাকে যে, মনে হয় চারদিকেই তারা উপস্থিত আছে। লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক আর মাথার স্কার্ফ পরে নারীরা 'ফ্যাশন শিল্পের দোলায়মান পেণ্ডুলাম আর শোষণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে' (ইউসুফআলি)। সৌন্দর্যখেলা হতে বের হতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের ইসলামী ঐতিহ্য থেকে মুক্তিদানকারী প্রতীক গ্রহণ করছে, এ প্রতীককে অন্যরা আবার নির্যাতন হিসেবে ভাবতে পারে। এভাবে নারীরা হিজাব গ্রহণ করতে গিয়ে মুসলিম সত্তা সৃষ্টি করছে, নারী সম্পর্কে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী (পশ্চিমা) সংস্কৃতির কাছে এটি সংখ্যালঘিষ্ঠের একটি পরিচয়। পশ্চিমা সংস্কৃতির বার্তা হলো নারীদের ফ্যাশন করে সাজগোজ করতে হবে, তাদের স্লিম ও সুন্দর দেখাতে হবে। মুসলিম নারীরা পশ্চিমাদের প্রতিরোধ, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং কথিত আদর্শ সুন্দরীর শক্তিশালী প্রতিচ্ছবির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে নিজেদের ইসলামী ঐতিহ্যকে ব্যবহার করছে। এগুলো ছাড়াও একই মনোভাবসম্পন্ন মুসলিম ও অন্য নারীদের জন্য পশ্চিমা দেশে হিজাব একটি পাল্টা ব্যবস্থা। এরপরও পশ্চিমারা তাদের মিথ্যা সচেতনতাবোধ পোষণ করে বলতে থাকে : 'জনসমক্ষে নারীরা তাদের বক্ষ প্রদর্শনের অধিকার ভোগ করছে না, কিছু কিছু মানুষ এরূপ অধিকার চায়'। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুস্তাফা তার সামনের টেবিলটি ঘুরিয়ে ওইসব নারীবাদীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জানতে চেয়েছেন তরুণী নারীদের হিজাবের সমর্থনকে তাহলে কারা মিথ্যা সচেতনতাবোধ বলে অভিহিত করবে?

গ. হিজাব এবং নারীত্ব

যারা নারীদেহকে খোলাখুলিভাবে প্রদর্শন করছে ('তুমি যদি এটি পেয়ে থাক, এটির প্রদর্শন করো', এটি পশ্চিমা সমাজে নারীদের জন্য একটি সাধারণ বার্তা) তাদের কাছে 'পর্দা করার' অর্থ হলো নারীত্ব আর নারীর সৌন্দর্যকে দমন করে রাখা। বৈচিত্র্যহীন পোশাক পরিধান করলে নারীদের এমন দেখা যায়, যেন তাদের নারীত্ব আর যৌনশক্তিকে অস্বীকার করা হয়। এ অধ্যায়ে আমি চারটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করবো। আলোচ্য বিষয়গুলোতে দেখা

যাবে হিজাবের কারণে নারীত্ব আর যৌনতা হারানোর বিষয়টিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রথমেই বলতে হয়, নারীরা সব সময়ের জন্য হিজাব পরে না। হিজাব সবসময় পরিধানযোগ্য কোনো পোশাক নয়। কার সামনে হিজাব পরতে হবে আর কার সামনে পরতে হবে না– এটি নির্ভর করে হিজাবকারীর সাথে সম্পর্কিত আর অসম্পর্কিত লোকদের ওপর। হিজাব পরিধানকারী নারী যখন তার পরিবারের মানুষজনদের সাথে থাকে তখন হিজাব পরিধান করে না। আবার সে যখন বাইরে থাকে এবং তার সাথে অসম্পর্কিত লোকজন থাকে না ও তার দিকে কেউ তাকায় না, তখনও সে হিজাব পরে না। দ্বিতীয়ত, ইসলামে শুধু স্বামীদের জন্য নারীদের ভালো জামাকাপড় পরতে ও সুন্দর করে সাজতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সামাজিক কাজকর্মে নারীরা ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে থাকে। নারীরা সাধারণত পুরুষের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে সমবেত হয়ে থাকে। এসব সমাবেশে নারীরা সাধারণত অনেকেই ভালো ভালো পোশাক পরে আসতে ভালোবাসে, মেকআপ করতে ভালোবাসে। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ঘটনা হলো বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের ওপর পুষ্পবর্ষণের দৃশ্য। এখানে সবাই সবচেয়ে সুন্দর জামাকাপড় পরিধান করে আসে। এসব অনুষ্ঠানে নারীরা একে অপরের হাত রঙিন করতে মেহেদি দিয়ে থাকে, তারা তাদের হাতগুলোকে মেহেদি দিয়ে বিভিন্নভাবে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করে থাকে। এখানে নাচ-গান সাধারণ ব্যাপার। এসব অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি বয়স্ক নারীরা নাচছে, হাততালি দিচ্ছে, কোমর দোলাচ্ছে। এতে লাজুক লাজুক ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। লজ্জায় কাচুমাচু কনে তার ঠোঁট আর দেহ জোরসে নাড়াচ্ছে। চতুর্থত, হিজাব আর উন্মুক্ত স্থানসমূহে পুরুষদের দৃষ্টিপাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য নারীরা যে কৌশল অবলম্বন করে থাকে সেই, বিষয়গুলোর দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয়, কোনো কোনো সময় দেখা যায়, পুরুষদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অনেক নারীবাদীও তার মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলেছে।

ঘ. হিজাব, যৌনতা এবং অপরিহার্যতা

উদারবাদী, অতীত রূপায়ণকামী নারীবাদীদের ধারণা, মানুষের আচার-আচরণ আর কামনা-বাসনা সামাজিকভাবেই তৈরি। হিজাবের ন্যায় কোনো কৌশল যা দিয়ে নারী ও পুরুষের চিরাচরিত ব্যবধানকে বুঝানো হয়ে থাকে তা আসলে সন্দেহ থেকেই তৈরি।

পর্দার বিধির ব্যাপারে কুরআন নিজেই তার আদেশগুলোকে বিশদ ব্যাখ্যা দেয় না, বা নারী-পুরুষের পোশাকের পার্থক্যের ব্যাপারেও বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করে না। এরপরও এখানে যে দুটো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট হতে পারে। কুরআনের ২৪:৩১ আয়াতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, নারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে নির্দেশ করা হয়েছে, 'তারা যেন তাদের বক্ষদেশের ওপর (খুমুরিহিন্না অনূদিত অর্থ দাঁড়ায় পর্দাসমূহ) পর্দা টেনে দেয়', আবার ৩০:৫৯ আয়াতে আছে: 'তারা যখন বাইরে থাকবে তখন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয় : এটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক, এর ফলে তাদের চেনা যাবে না আর তাদের কোনোরূপ উত্যক্ত করা যাবে না'। আমার বিশ্বাস কুরআনে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে এমন সম্পর্ক হতে পারে, যা নারীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং এ অবস্থায় নারীর গায়ে চাদর দিয়ে নিলে সমস্যার লাঘব হতে পারে। কুরআনে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, কোন ধরনের পোশাক বা বস্ত্র সমস্যার লাঘব করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন কুরআনের সূরা আন-নূরের ২৪ আয়াত পড়ি তখন এটির উত্তর পাওয়া যায়। এ সূরায় বলা হয়েছে:

> মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম, তারা যা করে আল্লাহ সে-বিষয়ে অবহিত। মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা এবং বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে ...। (সূরা আন-নূর : আয়াত ৩০-৩১)

আমি অনুমান করি যে, কুরআন পুরুষের দৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করছে, যা ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পুরুষের যৌনতার বিষয়কে তর্কের খাতিরে প্রাধান্য দিচ্ছি।

নারী-পুরুষের বেলায় অপরিহার্যতার (Essentialism) ধারণা বিপজ্জনক হয়ে থাকে। নারী-পুরুষকে যখন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ধারণা করা হয় তখনই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধারণাকে পূর্বে যেমন করে ব্যবহার করা হয়েছে, এখনও সেভাবে ব্যবহার করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেখা যাচ্ছে, নারীদের শিক্ষা, ভোটদানের অধিকার ইত্যাদিকে অস্বীকার করে আসা

হয়েছে। সে যাই হোক, কুরআন নারী-পুরুষের এরূপ বৈষম্যকে স্বীকার করে না। আমি দেখছি কুরআন নারী-পুরুষের সমতার ওপর জোর দিয়েছে:

> হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন ...। (সূরা আন নিসা : আয়াত ১)

কুরআন আমাদের উন্মুক্ত স্থানে নারীদের জন্য স্থায়ী ধরনের বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যকীয় অবস্থার বিচারে নারীদের জন্য পর্দাকে পরিচয়ের সত্তার চেয়েও কৌশলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দাকে শিথিল করা হয়েছে (সূরা আন-নূর : আয়াত ৬০)। উদারবাদী উত্তর আধুনিক সমাজে দেখা যায়, সামাজিকীকরণের ফলে পুরুষ কর্তৃক নারীদের হয়রানির অবসান হয়েছে। কুরআনের মতে, মানব অস্তিত্বের জন্য এটি একটি সহনীয় সৎগুণ। এর জন্য জীববিজ্ঞানের কোনো সিদ্ধান্ত তত্ত্বের প্রয়োজন নেই, এখানে দেখা যায় XY ক্রমোজম যার মধ্যে আছে, তার অর্থ সে হলো নারী উত্ত্যক্তকারী : বেশিরভাগ পুরুষই নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকে। সামাজিকীকরণের ফলে পুরুষদের আচার-আচরণ সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এটি আসলে পরিবর্তনযোগ্য।

সুতরাং আমার যুক্তি হচ্ছে হিজাব নারীর যৌনতাকে অস্বীকার করে না। উপসংহার এরূপই হতে পারে, যে সমাজে নারী ও পুরুষের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় সেটি বাড়ির ভেতরে হোক বা বাইরে হোক, আর বিশেষ করে সেটি যদি লোকসমাগমের স্থানে হয়, সেই সমাজ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে সেবা দান করতে পারবে।

ঙ. হিজাব ও পছন্দ

পর্দার পুনঃপ্রচলনের আন্দোলনকারী স্কলাররা, সাথে সাথে অধিকাংশ পশ্চিমারা, নারীদের পর্দা 'পছন্দের' ব্যাপারে সন্দিহান। এ ব্যাপারে গভীরভাবে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, নারীদের জোর করে বা কৌশলে তাদের মগজ ধোলাই করে তাদের পর্দা 'পছন্দ' করানো হচ্ছে। ধারণাটা এমন: তুমি যদি পর্দা করতে রাজি হয়ে থাকো– ভালো কথা, পর্দা করা ভালো জিনিস, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তোমার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। সে যা-ই হোক, একজন নারী হিসেবে সত্যিকার অর্থে তুমি

যদি তোমার পছন্দের বিষয়টি জেনে থাকো, তাহলে তুমি দেখবে যে, পর্দা করা ভালো জিনিস নয়। সুতরাং পর্দা করার জন্য তোমার সিদ্ধান্ত মগজ ধোলাইয়ের মতো বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে। বিষয়টিকে আমি মুসলিম হওয়ার পূর্বে এভাবেই ভেবেছিলাম।

কোনো ব্যক্তির সংস্কৃতি আর সেই সংস্কৃতি পছন্দের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি জটিল। কেননা ব্যক্তির পছন্দের বিষয়টির সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন: কোনো বিষয়টি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য, আর কোনোটি গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে যেমন বলেছি, পশ্চিমা দেশে যেখানে ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে সেখানেও ব্যক্তির পছন্দ করার বিভিন্ন স্থিতিমাপ (Parameter) রয়েছে। পশ্চিমাদের বেশিরভাগ সমাজ এখনও প্রত্যাশা করে যে, জনসমক্ষে নারীরা তাদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখবে (বিশেষ কিছু জায়গা ছাড়া যেমন: নগ্নতাবাদী সমুদ্রকূল/ ক্যাম্প)। এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, নারীরা কেবল তাদের সংস্কৃতির চাপেই বক্ষদেশে পর্দা করে। বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখার যে সংস্কৃতি তাদের মধ্যে চালু আছে এর সাথে বক্ষদেশে পর্দা করার কোনো সম্পর্ক নেই। বেশিরভাগ নারী বিধিনিষেধ পছন্দ করে থাকে। তারা যখন পোশাক পরিধান করে তখন তারা বক্ষদেশে পর্দা করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এটি হিজাবের মতোই। অনেক মুসলিম সমাজেই সংস্কৃতির দিক থেকে হিজাবকে গ্রহণ করা হয়েছে (সমাজে আরো অনেকেই আছে যারা হিজাব পরে না, এর মধ্যে তুরস্ক সবচেয়ে খারাপ একটি উদাহরণ)। আমি নিশ্চয়তাসহ বলতে পারি, আমি সেই সমাজের কথা বলবো যেখানে নারীদের সত্যিকার অর্থেই পছন্দ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমি সেসব স্থান যেমন: ইরান বা তালেবানদের আফগানিস্তানের কথা বলবো না, যেখানে আইন করে নারীদের পর্দাহীনতা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অথবা এমন সময়ের কথা আমি বলবো না, যখন কোনো কোনো মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা বিরাজ করছে, যেখানে হিজাবকে আনুগত্যের নমুনা হিসেবে দেখা হয়, আর সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্য দিয়ে নারীদের পর্দা করতে বাধ্য করা হয়। নারীদের বিরুদ্ধে এ-ধরনের সন্ত্রাস গ্রহণযোগ্য নয়। আমি এখানে সেই সমাজের কথা বলবো, যেখানে নারীরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে হিজাব পছন্দ করবে বা পছন্দ করবে না।

চ. হিজাব এবং ধার্মিকতা

ধর্মীয় অনুমোদনের কারণে এবং ধার্মিকতার অংশ হিসেবে কোনো মুসলিম যখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমার বর্ণিত বহু সাক্ষাৎকারদানকারীর ন্যায় হিজাব পরে, তখন হিজাব ইসলামী বিশ্বাসের একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের অন্যান্য বড় ধর্মের ন্যায় ইসলাম মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা বলে আর এ পৃথিবীর লোভ-লালসায় পড়ে কুকর্মে প্ররোচিত না হতে বলে। কুরআনে শেষ বিচারের দিনের কথা বলা হয়েছে, যেদিন মানুষের ভালো আর খারাপ কাজকে পাল্লা দিয়ে মাপা হবে। আমাদের সবসময় ধার্মিকতার কথা বলা হয়েছে। ধার্মিকতা পার্থিব সবকিছুর চেয়ে বেশি উত্তম। পোশাকও এর অন্তর্ভুক্ত। হিজাব ধার্মিকতার বিষয় হলেও ধার্মিকতাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এটি ধার্মিকতার প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। সহিহ মুসলিমে আছে: 'আল্লাহ তোমার চেহারা বা তোমার সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি দেখেন তোমার অন্তর আর আমল' (হাদিস নম্বর ২৫৬৪)।

হিজাবকে যখন ধর্মের অংশ হিসেবে আমল করা হবে তখন এর দ্বারা পুঁজিবাদের বস্তুবাদী সংস্কৃতিকেও মোকাবিলা করা যাবে। কুরআন মতে, মানবদেহের পরিপূর্ণতা কেবল তখনই হবে। পশ্চিমা দেশগুলোতে খাদ্যের প্রতিক্রিয়া ও শারীরিক অসুস্থতা মহামারির পর্যায়ে চলে গেছে। মানুষের এ অবস্থা এমন সংস্কৃতিতেই সম্ভব যেখানে আল্লাহই সবকিছু করেন এরূপ বিশ্বাস করা হয় না। আল্লাহ মানুষের দেহের আকৃতিও দিয়ে থাকেন। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মানুষের বিশ্বাস, মানুষের দেহ হলো সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও গঠনের একটি দিক। 'জীববিজ্ঞানের দেহের' ন্যায় এ সংস্কৃতিতে তেমন কিছু নেই।[৫৩] এটিও সত্য যে, কোনো ব্যক্তি অস্ত্রোপচার ছাড়া তার দেহের গঠন ও আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষ ডায়েটিং ও ব্যায়াম করতে পারে আর যদি স্বাস্থ্যসীমার মধ্যে থাকে (অর্থাৎ না খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া আবার বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে যাওয়া) তাহলে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মানুষের খুটখাট করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। মানুষের দেহের গঠনের ব্যাপারে কুরআনের বাণীতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ আমাদের দেহের আকার ঠিক করে দিয়েছেন : 'তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৬); আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন 'সুন্দরতম গঠনে' (সূরা আততীন : আয়াত ৪)। রাসূল সা. মানুষদের স্বাস্থ্যবান হতে, আহার করতে এবং

ভালো থাকার জন্য শরীরচর্চা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলাম পুঁজিবাদী বস্তুবাদকে এভাবেই মোকাবিলা করে আসছে। মুসলিম নারীদের হিজাব গ্রহণের ফলে তাদের বিশ্বাস গভীর হয়েছে, তারা বস্তুবাদের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াকে মোকাবিলা করার জন্য ইতিবাচক দৈহিক শক্তি লাভ করেছে।

ছ. উপসংহার

এ অধ্যায়ে অগ্রসর হওয়া যুক্তি হলো যে, হিজাব একবিংশ শতাব্দীর ভোক্তা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সৌন্দর্য খেলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি ক্ষমতায়ন হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যা নারীর আত্মসম্মান এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। হিজাব ইসলাম ধর্মের একটি পোশাকও। এ পোশাক পরিধানকারী বিশ্বাসের প্রবেশপথে (Gateway) ঢোকার সুযোগ লাভ করে, হিজাবকারীর আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়। হিজাব মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের মূল্য চেহারায় নয়, ধার্মিকতার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হিজাব ইসলাম ধর্মের এমন একটি প্রতীক, যা নারীকে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেয়। হিজাব নারীকে যৌনসামগ্রী মনে করে না। হিজাবের এ উপসংহার একজন নারীবাদীর ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। নারীবাদীর ধারণা, হিজাব নারীকে সমাজে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে, সেজন্য নারীকে হিজাব করতে হবে। হিজাব 'নারীর' ব্যক্তিত্বকে সংকুচিত আকারে উপস্থাপন করে; তার গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো যৌনতা, এ যৌনতাই সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি হুমকি। ■

উপসংহার

এ গ্রন্থ রচনায় হাত দেওয়ার আগে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি, ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক সমাজ কীভাবে মানুষের ভালো কাজের চেষ্টার প্রতি নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে পারে। কীভাবে মানুষ আমার মুসলিম হওয়া আর হিজাব পরিধানের প্রতি খারাপ প্রতিক্রিয়া করল। আমার অনুসন্ধিৎসু মন আমাকে আবার পেছনের দিকে নিয়ে গেল, আমাকে ঔপনিবেশিক যুগে নিয়ে গেল যখন ইউরোপীয়রা প্রথমবারের মতো হিজাবের মোকাবিলা করছিল। এরপরও কিছু কিছু নারী আবার হিজাব পরিধান করে যাচ্ছিল। আমি টরেন্টোতে বসবাসকারী কিছু মুসলিম নারীর বক্তব্যকে এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি, যারা হিজাব পরে। আবার আমি এমন একজন উচ্চকণ্ঠ নারীর বিষয়ও এখানে আলোচনা করেছি, যে হিজাবের বিরোধিতা করেছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় হিজাবতত্ত্বকে একবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী সংস্কৃতির জন্য উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

নারী ও পুরুষের পোশাকের একটি দর্শন হিজাব, নারী-পুরুষের সম্পর্কের শিষ্টাচার হিজাব। সে যা-ই হোক, হিজাব একটি কাপড়ের টুকরা, বিভিন্ন মাপে এটি নারীর দেহকে ঢেকে রাখে, এটিই মুসলিম নারীর হিজাব। এটিই পশ্চিমাদের শত্রুতার একটি কারণ। এটি মুসলিম বিশ্বের একটি তিক্ত সংগ্রামও বটে। তুরস্ক ও তিউনেশিয়ায় আইন করে হিজাবকে তথাকথিত 'আধুনিকতার' নামে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ আধুনিকতা 'প্রাচ্যের' স্কলারদের দেওয়া তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট। এ আধুনিকতা ইসলামকে পশ্চাৎমুখী, সভ্যতাবিমুখী, বর্বরজাতীয় ও নারী নির্যাতনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, পর্দার ব্যাপারে পশ্চিমাদের সাধারণ ধারণা হলো– পর্দা নির্যাতনমূলক। মুসলিম বিশ্বে হিজাবকে বিতাড়িত করার যে প্রচেষ্টা তা যেন একই জায়গায় এসে মিলে গেছে।

আজ পর্যন্ত নারীবাদীদের ধারণায় হিজাবের ব্যাপারে মুসলিম নারীদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। এ নারীবাদীরা এখনও সারা বিশ্বে পর্দার বৈচিত্র্য যে জয়ী হয়েছে তা তারা বুঝতে চায় না। বিদ্যমান প্রাচ্যবিদ/ নারীবাদীদের বক্তব্যে মুসলিম নারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে; পর্দাকারী নারীদের নীরব ডামি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের ভাষায় এ ডামি কোনো কথা বলতে পারে না, এ নারীরা হিজাব ছাড়া কিছু বোঝে না। পশ্চিমা নারীবাদীরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতিতে যে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার কথা ভুলে গিয়ে বলে থাকে যে, বিশ্বে কেবল মুসলিম নারীরাই এখনো অবশিষ্ট আছে, যারা নির্যাতন ভোগ করে চলেছে। হিজাবের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের গৎবাঁধা বুলি প্রচারে শক্তির রাজনীতির ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পশ্চিমা আধিপত্যবাদের সাথে হিজাববিরোধী আলোচনার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ আধিপত্যবাদকে স্বাভাবিকই মনে করা হবে। মনে হবে এর জন্য কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করা যাবে না।

কেউ কেউ সত্যিকার অর্থেই প্রতিবাদ করবে। অনেক মুসলিম সমাজে নারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে; নারীদের পর্দা করার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়েছে। এসব দেশে নারীদের সুপ্ত গুণাবলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়; তাদের শিক্ষা, বাড়ির বাইরে কর্মসংস্থান এবং ভোটাধিকারকে সীমিত করে রাখা হয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, মেরনিসির মতো অনেক মুসলিম মহিলাই হিজাবের বিরুদ্ধে প্রচার করে আর হিজাব অবসানে কোনো কোনো দেশে আনন্দ উৎসবও করা হয়। নতুন করে পর্দার আন্দোলন পশ্চিমাদের তথাকথিত নির্যাতন আর কিছু কিছু রক্ষণশীল মুসলিমের সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। কুরআন ও সুন্নাহর আন্দোলনগুলোতে (যেগুলোতে বিভিন্ন ধারা রয়েছে) বিভিন্ন রকমের মতভেদ রয়েছে। আমিসহ এমন কেউ কেউ আছে, যারা কুরআন এবং সুন্নাহ, নবী সা. এবং প্রথম সম্প্রদায়কে নারী ও পুরুষের জন্য সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখেন। তবে গত ১৪০০ বৎসর সময়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে তার বিকৃতি ঘটেছে। নারী-পুরুষের এ সমাজের জোর প্রচেষ্টা হবে হিজাবকে অতীতের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা থেকে বের করে আনা। হিজাবকে নির্বাসনের অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে, আর যেসব নির্যাতনমূলক অবস্থা নারীদের অন্যায়ভাবে সমাজের বিভিন্ন

ন্যায়সঙ্গত কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে তা থেকে নারীদের বের করে আনতে হবে। আজ নারীদের দাবি শিক্ষা, কর্মসংস্থাপন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও হিজাব।

হিজাবের ব্যাপারে আজ মুসলিম সমাজে যে মতভেদ রয়েছে তাকে পরাভূত করতে হবে। ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মত ছিল একটি সাধারণ বিষয়। হিজাবের বিষয়টি মুসলিম নারীদের আবিষ্ট করে রাখে, এর মাধ্যমে যেন কোনো নারী মুসলিম হতে পারল বা পারল না এমন ধারণা মুসলিম নারীর মধ্যে অনুরণিত হয়। আমরা যা ভুলে গেছি তা হলো শাহাদা (এ মর্মে ঘোষণা করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল), যে শাহাদা একজন মানুষকে মুসলিম হিসেবে দীক্ষিত করে। এরপর গুরুত্বপূর্ণ হলো সময়মতো আল্লাহর ইবাদত করা। রাসূল সা.-এর হাদিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, বান্দা হিসেবে মুসলিম নারীরা যদি অন্য কারও উপাসনা করে, পরচর্চা করে, তাদের পরবর্তী জীবনে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমাদের যে বিষয়টি বেশি চিন্তিত করে তা হলো আমাদের আচার-আচরণ আর আমলই ঠিক করবে অন্য নারী কীভাবে তার পোশাক পরিধান করবে। সুতরাং, পর্দার 'রক্ষণশীলতার' ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপনা করা যাবে না। আর যারা হিজাব পরে না তাদের নিন্দার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আর পর্দার প্রগতিবাদী ধারণা অনুসারে যারা হিজাব বা নিকাব পরিধান করে তাদের অভিযুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি উভয় দিকে বিবেকের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে।

আমি যখন আমার গবেষণার কাজ শুরু করি তখন স্বয়ং মুসলিমদের কাছ থেকেই এমন কথা বলা হচ্ছিল যে, হিজাব ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত কোনো পোশাক নয়। বরং এটি সাংস্কৃতিক একটি পোশাক। আমি যেহেতু ইসলামে দীক্ষিত হতে চেয়েছি সেজন্য আমি বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আমি দেখলাম তাদের এ ধারণা দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি যুক্তি। 'হিজাব ধর্মীয়ভাবে প্রয়োজনীয় নয়' আলোচনার এমন প্রবণতায় আমি চিন্তিত, এর কারণ বিষয়টি পশ্চিমাদের অনেকের দ্বারাই সমর্থিত আর এভাবে পূর্বের চেয়েও বিষয়টির বেশি প্রান্তিকীকরণ করা হয়ে গেছে। মুসলিম নারী যারা মাথা আবৃত রাখতে চায় বা মুখমণ্ডলে পর্দা ব্যবহার করতে চায় তাদের বেলাতেই এরূপ হয়েছে। মূল স্রোতধারার

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনা ও প্রগতিবাদী মুসলিমদের আলাপ-আলোচনায় মুসলিম নারীদের কণ্ঠকে প্রান্তিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। *মুসলিম নারী ও পর্দা: ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন* গ্রন্থের জন্য আমি যেসব নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাদের সবাই পর্দা করে না, তবে বেশিরভাগই পর্দা করছিল। হিজাব ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত– এ বিষয়টি পুরো গ্রন্থের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিজাব নির্যাতনমূলক কোনো পোশাক নয়। এটি ধর্মের একটি অঙ্গ, এটি মুসলিম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে।

আশা করা যায় *মুসলিম নারী ও পর্দা: ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন* গ্রন্থটি পর্দার বিতর্কে একটি বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। পর্দার আরেকটি কাহিনি উপস্থাপনের জন্য আমার গ্রন্থটি একটি প্রচেষ্টা হিসেবে কাজ করবে। আমার মতো তাদের কাহিনি যারা ইসলামের মধ্যে সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেতে চায়, যারা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম নির্যাতনের ধর্ম নয় বা হিজাব নির্যাতন করে না। যারা যোগাযোগ স্থাপন করতে চায়, যারা শুনতে চায়– আমার গ্রন্থটি তাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রচেষ্টা। আমার অনুরোধ থাকবে যেসব মুসলিম নারী হিজাব পরিধান করে তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে, মর্যাদার সাথে তাদের কথা শোনা হবে, সদিচ্ছার ভিত্তিতে তাদের বিষয়গুলো মীমাংসা করা হবে। সব শেষের কথা হলো, আমরা কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে সম্মত হতে পারি, যদিও খুবই কম পরিমাণ বিষয়ে আমরা ভিন্নমতে থাকতে পারি। তারপরও যেন এ বিশ্বপল্লীতে আমরা অংশীদার হয়ে থাকতে পারি। ■

তথ্যসূত্র

১. The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, quoted in Leila Ahmed, Women and Gender inIslam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven: Yale University Press, 1992), p. 150.

২. Orientalism became a field of knowledge, or paradigm, for understanding the Middle East and Islam that pretended to objectivity (impartiality), but that was actually based on the guiding assumption of inherent Oriental inferiority. Edward Said, Orientalism (1979, 2nd Ed., New York: Vintage Books, 1994), p. 209.

৩. Ahmed, Women and Gender in Islam, p. 128.

৪. Ibid., pp. 129-30.

৫. Ibid., p. 145.

৬. Ibid., p. 129.

৭. Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: Uni. of California Press,1988), pp.12 13, passim.

৮. Ibid., pp. 19-20.

৯. Ahmed, Women and Gender in Islam, p.104.

১০. The Quebec issue followed on from French expulsions of girls in hijab in 1989. Naturally there are connections between French and Quebec culture.

১১. Canadian Broadcasting Commission, Prime Time News, July, 1995.

১২. Jeffery Simpson, 'The Current Objections to Muslim Clothing are Simply Wrongheaded,' Globe andMail (Toronto, Canada), December 28, 1994, p. A16.

১৩. Mona LeBlanc, Letters to the Editor, Globe and Mail, Wednesday, January 4, 1995.

১৪. I say 'other people' because most of the interviewes, even though they observed the five pillars of Islam, did not consider themselves 'religious.' They felt they would have to do more prayers, or read more Qur'an, to be truly religious.

১৫. Yvonne Yazbeck Haddad, 'Arab Muslims and Islamic Institutions in America: Adaptation and Reform,' in Arabs in the New World: Studies on Arab-American Communities, eds. Sameer Y. Abraham and Nabeel Abraham (Detroit: Wayne State University Centre for Urban Studies, 1983), p. 75.

১৬. Azza M. Karam, Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminisms in Egypt (London: Macmillan, 1998), p.133.

১৭. Ibid., p. 139.

১৮. For Algeria, see Frantz Fanon, A Dying Colonialism. Trans. Haakon Chevalier (New York: Grove Press, 1967). French edition, 1959, pp. 61-62, passim. For Iran, see Azar Tabari, 'Islam and the Struggle for Emancipation of Iranian Women,' In the Shadow of Islam: The Women's Movement in Iran, eds. Azar Tabari and Nahid Yeganeh (London: Zed Press, 1982), p. 13.

১৯. Sherifa Zuhur, Revealing Reveiling: Islamist Gender Ideology in Contemporary Egypt (New York: State University of New York Press, 1992), p.108.

২০. John Williams, 'A Return to the Veil in Egypt,' Middle East Review, 11, 3, (1979), p. 50.

২১. Zuhur, Revealing Reveiling, p. 2. Zuhur found this ideal contradicted by the Yves St. Laurent line of headscarves available for purchase. See also Leila Hessini, 'Wearing the Hijab in Contemporary Morocco: Choice and Identity,' in Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, Identity, and Power, eds. Fatma Müge Göçek and Shiva Balaghi (New York: Columbia University Press, 1994), p. 50.

২২. Williams, 'A Return to the Veil,' p. 54.

২৩. Homa Hoodfar, 'Return to the Veil: Personal Strategy and Public Participation in Egypt,' in Working Women: International Perspectives on Labour and Gender Relations, eds. Nanneke Redclift and M. Thea Sinclair (London: Routledge, 1991), pp.110-111; Arlene Elowe Macleod, Accommodating Protest: Working Women and the New Veiling in Cairo (New York: Columbia University Press, 1991), pp. 114, 121.

২৪. Helen Watson, 'Women and the Veil: Personal Responses to Global Process,' in Islam, Globalization and Postmodernity, eds. Akbar S. Ahmed and Hastings Donnan (London: Routledge, 1994), p. 148. Nadia is the first woman in the family to have a post-secondary education. She is now studying medicine at University.

২৫. M. AlMunajjed, Women in Saudi Arabia Today (New York: St. Martin's Press, 1997), p. 47.

২৬. New Statesman, 27 March 1992, cover page.

২৭. The Atlanta Journal/The Atlanta Constitution, June 28, 1992, Section P.

২৮. L'Express, (Quebec), November 17, 1994, cover page.

২৯. Le Nouvel Observateur, September 28, 1994.

৩০. Toronto Star, May 14, 1996, F5.

৩১. Vancouver Sun, September 15, 1994, A18.

৩২. Montreal Gazette, April 11, 1994, B3.

৩৩. Toronto Star, December 15, 1996, F4.

৩৪. Deborah Scroggins, 'Women of the Veil: Islamic Militants Pushing Women Back to an Age of Official Servitude,' The Atlanta Journal/The Atlanta Constitution, Sunday, June 28, 1992, p. 3.

৩৫. Jan Goodwin, Price of Honor: Muslim Women Lift the Veil of Silence on the Islamic World, (New York: Plume, 1994), p. 262.

৩৬. Ibid., pp. 55, 78-9, 81, 98, 101, 107-9, 293, 300; Scroggins, 'Women of the Veil,' p. 3.

৩৭. Goodwin, Price of Honor, pp. 112, 161, 186-7, 217, 247, 342. Goodwin presents some women who cover as not fundamentalists and fearing fundamentalism, p. 85; Scroggins, 'Women of the Veil,' p. 2. Geraldine Brooks, Nine Parts of Desire: The Hidden World of Islamic Women, (N.Y.: Doubleday, 1995), p. 8.

৩৮. Goodwin, Price of Honor, pp.137, 175.

৩৯. Andrea B. Rugh, Reveal and Conceal: Dress in Contemporary Egypt (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1986).

৪০. S. Brenner, 'Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil,' American Ethnologist, 23, 4, (1996).

৪১. Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (Revised ed, Indiana: Indiana University Press, 1987), and The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, Trans. Mary Jo Lakeland (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1991).

৪২. Fatima Mernissi, Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1994), p. 100.

৪৩. Ibid.

৪৪. Mernissi, Beyond the Veil, p. 82.

৪৫. Ibid.

৪৬. T. J. Winter, 'Desire and Decency in the Islamic Tradition,' Islamica (United Kingdom), 1, 4, (January 1994), pp.11-12.

৪৭. Mernissi, Beyond the Veil, p. 107.

৪৮. Naheed Mustapha, 'My Body is my Own Business,' Globe and Mail, Facts and Arguments, Tuesday, June 29, 1993; Yusufali: 'My Body is My Own Business,' The Toronto Star, Tuesday, February 17, 1998, C:1.

৪৯. Susie Orbach, Fat is a Feminist Issue: A Self-Help Guide for Compulsive Eaters (New York: Berkeley Books, 1979); Susan Bordo, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1993); Naomi Wolf, The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women (1991, 2nd Ed, New York: Anchor, 1992); Jane Ussher, Fantasies of Femininity: Reframing the Boundaries of Sex (London: Penguin, 1997); Catherine A. MacKinnon, 'Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure Under Patriarchy,' in Feminism and Philosophy: Essential Readings in Theory, Reinterpretation, and Application, eds. Nancy Tuana and Rosemarie Tong (Boulder: Westview Press, 1995); A. Dworkin, 'Pornography is a Civil Rights Issue,' in Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harassment, Date Rape, and the Politics of Sexual Equality, ed. Adele M. Stan (New York: Delta, 1995).

৫০. John Berger, Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb and Richard Hollis, Ways of Seeing (London: BBC and Penguin, 1972).

৫১. MacKinnon, 'Sexuality, Pornography, and Method,' p. 142.

৫২. Michael F. Jacobson and Laurie Ann Mazur, Marketing Madness: A Survival Guide for a Consumer Society (Boulder: Westview Press, 1995), pp. 84-5.

৫৩. Bordo, Unbearable Weight, p. 290. Also pp. 246-7, 275.

গ্রন্থ পরিচিতি

'মুসলিম নারী ও পর্দা: ঐতিহাসিক, আধুনিক ও প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন' গ্রন্থটি ড. ক্যাথরিন বুলকের গবেষণামূলক গ্রন্থ *Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes* বইয়ের Book-In-Brief এর বঙ্গানুবাদ।

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে পর্দা মুসলিম নারীদের নির্যাতন-নিপীড়ন, পশ্চাদপদতা ও বর্বরতার প্রতীক। তাই পর্দা নিয়ে বৈশ্বিক বিতর্কে আর্থ-সামাজিক অনেক বিষয়ের মৌলিক আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে পর্দার ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজে ঐতিহাসিকভাবে থাকা ধারণাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

তাছাড়া নারীবাদীদের যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা এবং পর্দাতত্ত্বের ওপর বিকল্প আলোচনাও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা। যিনি সাক্ষাৎকার নিয়ে কানাডার হিজাবি নারীদের অভিজ্ঞতা শুনেছেন। মুসলিম নারীর পর্দা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতের ওপর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ গ্রন্থটিতে রয়েছে।

লেখক পরিচিতি

ক্যাথরিন বুলক একজন লেখক, শিক্ষক, প্রকাশক ও মা। ১৯৯৯ সালে তিনি মিসিসাগায় ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি লাভ করেন। কানাডা'র টরন্টো ও যুক্তরাষ্ট্র'র ক্যালিফোর্নিয়াতে তিনি ইসলামিক সভ্যতা ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।

ড. বুলক ১৯৯৪ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোশ্যাল সায়েন্সেস (এজেআইএসএস) এর সম্পাদক এবং অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট (নর্থ আমেরিকা) এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কয়েকটি তৃণমূল সংগঠন এবং একাডেমিক সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা বোর্ডেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সাউন্ড ভিশন ফাউন্ডেশন এর মুসলিম নিউজ কানাডার একজন টিভি হোস্ট। অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেসেলেট ইনস্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা কম্পাস বুকস এর প্রেসিডেন্ট।

তিনি কর্মক্ষেত্রে মুসলিম বিরোধী বর্ণবাদকে কানাডিয়ান মুসলিম স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা কিভাবে মোকাবিলা করেন তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ফোকাস হচ্ছে- কানাডার মুসলমান, তার ইতিহাস, সমসাময়িক জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ও নাগরিক ব্যস্ততা, পর্দা, ইসলাম ও মুসলমানদের মিডিয়ায় উপস্থাপনা এবং জাকাত ও মৌলিক আয়ের ব্যাপারে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি অস্ট্রেলিয়ান বংশদ্ভূত হলেও স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে কানাডায় বসবাস করছেন।

তার বইয়ের মধ্যে রয়েছে: মুসলিম উইমেন অ্যাক্টিভিস্টস ইন নর্থ আমেরিকা: স্পিকিং ফর আওয়ারসেলভস, রিথিংকিং মুসলিম উইমেন অ্যান্ড দ্য ভেল: চ্যালেঞ্জিং হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন স্টেরিওটাইপস। বইগুলো আরবি, চীনা, ফরাসি, মালয়ালম, তামিল ও তুর্কিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-1-3